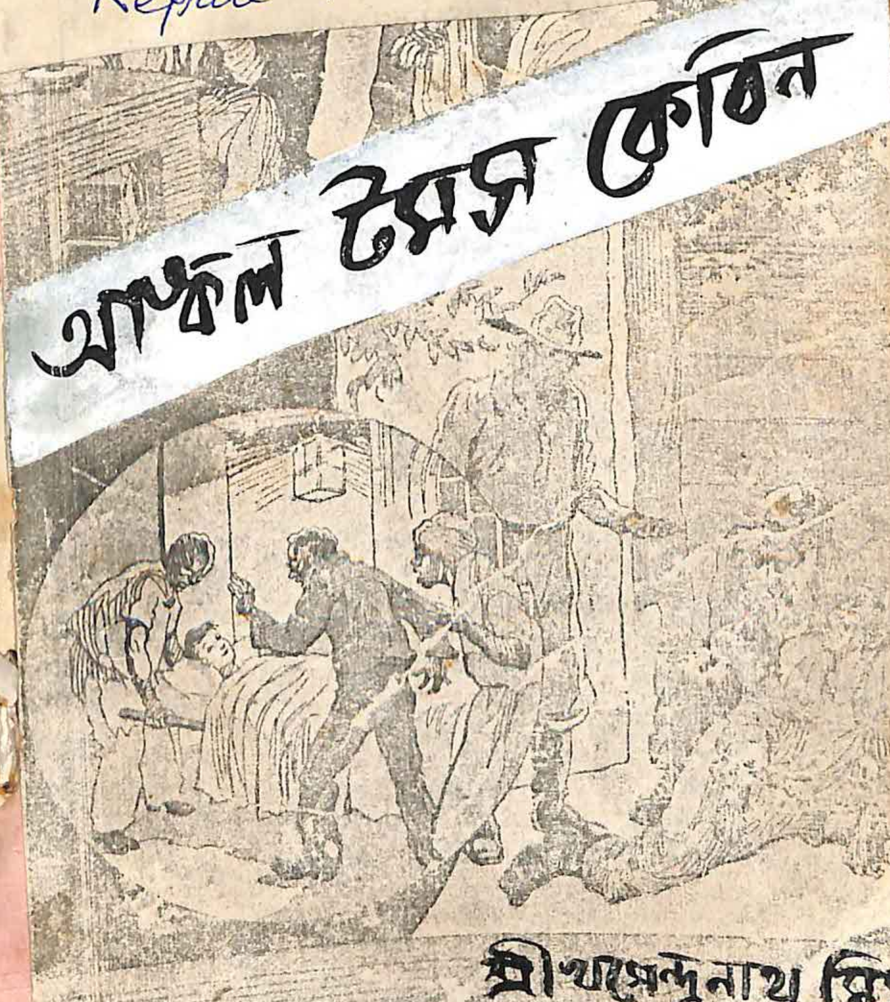
আঙ্কল টমস কেবিন



শ্রীখগেন্দ্রনাথ মি

প্রকাশক
রবীন বল : ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

দাম : দশ টাকা

প্রচ্ছদ
সমীর মণ্ডল

অন্যান্য ছবি
অলয় ঘোষাল

মুদ্রাকর
লীলা ঘোষ : তাপসী প্রিণ্টার্স



[১]

দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সুদূর উত্তর আমেরিকায়—

ফেব্রুয়ারি মাসের এক হিমশীতল দিবসের শেষ ভাগে কেন্টাকি রাষ্ট্রের —শহরে একটি সুসজ্জিত ভোজনকক্ষে দুইজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। কক্ষে কোন পরিচারক নাই। ভদ্রলোক দুইজন পরস্পরের অতি নিকটে বসিয়া, বোধ হইতেছে যেন গভীর আগ্রহের সহিত কোন বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন।

আমরা কেবল বর্ণনার সুবিধার জন্য বলিয়াছি 'দুইজন ভদ্রলোক'। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে একজনের আকৃতি, পোষাক ও কথাবার্ত্তায় ভদ্রতার চিহ্ন অতি অল্পই বর্ত্তমান। তাহার সঙ্গী মিঃ শেলবির আকৃতি অবশ্য ভদ্রলোকের মত; এবং

তাঁহার গৃহের সাজ-সজ্জা ও পরিবেষ্টনীর মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতার সকল লক্ষণ পরিস্ফুট।

মিঃ শেলবি বলিতেছিলেন—"বুঝলে, হ্যালে, টম সত্যই অসাধারণ লোক। যে কোন জায়গায় ওর ঐ দামই হবে। লোকটা কর্ম্মঠ, সৎ, ধীর ;—আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ও নিখুঁৎ ভাবে পরিচালনা করে।"

হ্যালে বলিল—"আপনি বলতে চান্, কাফ্রীরা যে রকম সৎ হয়—লোকটা সেই রকম।"

—"না। সত্যই টম ধাম্মিক, ধীর, বিচক্ষণ ও সৎ। ও চার বছর আগে আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ও মনে-প্রাণে খ্রীষ্টান। ওর হাতে আমি টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর, আমার ঘোড়াগুলো বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছি। ও কর্ম্মসূত্রে দেশের যেখানে যাওয়া দরকার, সেখানে ইচ্ছামত যায়-আসে। আমি ওকে সব সময় দেখি খাঁটি, আর সকল বিষয়ে চৌকোষ।"

হ্যালে হাত-দুখানি প্রসারিত করিয়া বলিল—"অনেকে অবশ্য বিশ্বাসই করে না যে, নিগ্রো ধার্ম্মিক হয়, কিন্তু আমি করি। এই বছর আমি একদল নিগ্রোকে অরলিয়ন্সের দাস-বিক্রয়ের হাটে বেচবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে একটা নিগ্রো ছিল, ধার্ম্মিক। লোকটা ঠিক পাদ্রীর মত উপাসনা করত ; শুনতে বেশ লাগত। তার স্বভাব ছিল বেশ শান্ত, নম্র। লোকটাকে আমি একটা দাঁওয়ে কিনি ; আর, চড়া দামে বিক্রয়

করি। নিগ্রো যদি ধার্ম্মিক হয়, তাহলে সে মূল্যবান পণ্য। এতে অবশ্য কোন ভুল নেই।"

মিঃ শেলবি বলিলেন—"টমকে আমি ব্যবসায়সূত্রে আমার প্রতিনিধি করে গতবার সিন্‌সিনাটি পাঠিয়েছিলাম। যাবার সময় বলেছিলাম—'টম, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি জানি তুমি আমাকে প্রতারণা করবে না।' টম আমার সে বিশ্বাস অটুট রেখেছিল। ও ফিরে এসে আমাকে পাঁচ শ' ডলার দেয়। দুষ্ট লোক ওকে পরামর্শ দিয়েছিল—'টম, কানাডায় সরে পড়।' ও তার উত্তরে তাদের বলে—'কর্ত্তা আমাকে বিশ্বাস করে পাঠিয়েছেন; আমি পালাতে পারব না।' এ কথা আমি অন্য লোকের মুখে শুনেছি। সত্যই টমকে ছাড়তে আমার দুঃখ হচ্ছে। এই কারণে আমার সমস্ত দেনাটাই টমের মূল্যে মকুব করা উচিত। তোমার বিবেক যদি থাকে, তুমি অবশ্যই তাই করবে।"

ব্যবসায়ীটি বলিল—"ব্যবসাদারদের যেটুকু বিবেক থাকা সম্ভব, আমার অবশ্য সেটুকু বিবেক আছে।" তাহার স্বরে বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিল। তারপর সে আবার বলিল—"বন্ধু-বান্ধবকে বাধিত করবার জন্য আমি সর্ব্বদাই যা কিছু করতে প্রস্তুত, কিন্তু এ বছর তা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন—বড়ই কঠিন।" বলিয়াই সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মিঃ শেলবি বলিলেন—"তাহলে তুমি বেচা-কেনা করবে কি করে, হ্যালে?"

—"আপনার এখানে কোন নিগ্রো ছেলে, কি মেয়ে নেই, যাকে টমের সঙ্গে বিক্রয় করতে পারেন ?"

—"না, কেউ নেই। সত্য কথা বলতে কি, কেবল বাধ্য হয়েই আমি বিক্রয় করতে মনস্থ করেছি। না হলে—কোন পুরানো ভৃত্যকে ছাড়তে আমি পছন্দ করি না।"

এই সময়ে কক্ষটির কবাট খুলিয়া গেল এবং একটি চার-পাঁচ বৎসর বয়স্ক মুলাট্টো বালক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বালকটির মাথায় রেশমের মত কোমল ও উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশ। কেশগুলি তাহার নধর ও সুন্দর মুখখানির দুইধারে গুচ্ছাকারে নামিয়া পড়িয়াছে। তাহার চোখ দুইটি দীর্ঘ—দৃষ্টি কোমল ও উজ্জ্বল। তাহার পরিধানে একটি পীত ও উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সুন্দর পোষাক। পোষাকটি তাহাকে চমৎকার মানাইয়াছে। বালকটির ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে প্রায়ই তাহার প্রভুর নিকট হইতে স্নেহ-ভালবাসা লাভ করে।

মিঃ শেলবি শিষ দিয়া এক গোছা কিস্‌মিস্ তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—"জিম্ ক্রো! ওটা কুড়িয়ে নাও।"

বালকটি তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ শক্তিতে উপহারটির দিকে ছুটিয়া গেল। মিঃ শেলবি আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—"জিম! তুমি কেমন নাচতে-গাইতে পার, এই ভদ্র লোকটিকে দেখিয়ে দাও।"

বালকটি তৎক্ষণাৎ নাচিতে ও গাহিতে আরম্ভ করিল। তাহার বন্য গানের সুরের সহিত তাল রাখিয়া দেহখানি ও অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ সে নানা ভঙ্গীতে দোলাইতে ও ঘুরাইতে-ফিরাইতে লাগিল।

"বাহবা!" বলিয়া হ্যালে বালকটির দিকে কমলালেবুর কয়েকটি কোষ ছুড়িয়া দিল।

মিঃ শেলবি, তাহার প্রভু, বলিলেন—"আচ্ছা, জিম, কুড্‌জো কাকার বাত হলে সে কি করে হাঁটে?"

বালকটি তৎক্ষণাৎ তাহার শরীরটিকে বাঁকাইয়া প্রভুর যষ্টিখানির উপর ভর দিয়া কুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধের মত অতিকষ্টে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

মিঃ শেলবি ও হ্যালে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মিঃ শেলবি বলিলেন—"আচ্ছা, জিম, বুড়ো রবিন কি করে উপাসনা করে?"

বালকটি তৎক্ষণাৎ তাহা নকল করিয়া দেখাইতে লাগিল।

—"চমৎকার! বাহবা! ভারী তোখোড় ছোকরা!" বলিয়া হ্যালে মিঃ শেলবির কাঁধের উপর হাত রাখিল। তারপর আবার বলিল—"ঐ ছোকরাকেও টমের সঙ্গে দিন। তাহলে আপনাকে ঋণ থেকে মুক্তি দেব।"

এই সময় কক্ষের কবাটটি ধীরে খুলিয়া এক মুলাট্টো তরুণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ও বালকটির দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, সে তাহার মাতা। তাহার মুখশ্রী ও দেহের গঠন অতি সুন্দর। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী হ্যালে তাহাকে একবার দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, নারী-পণ্য-হিসাবে, দাস-বিক্রয়ের

হাটে তাহার মূল্য কত। তরুণী থমকাইয়া দাঁড়াইয়া সসঙ্কোচে তাকাইতেই তাহার প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও এলিযা?"

—"আমি হ্যারিকে খুঁজছিলাম, সার।"

বালকটিও সেই মুহূর্ত্তে তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কিস্‌মিস্-গুচ্ছ ও কমলার কোয় কয়টি দেখাইল।

মিঃ শেলবি বলিলেন—"ছেলেটাকে নিয়ে যাও।"

এলিযা তৎক্ষণাৎ হ্যারিকে কোলে তুলিয়া লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দাস-ব্যবসায়ী হ্যালে প্রশংসমান দৃষ্টিতে মিঃ শেলবির দিকে তাকাইয়া বলিল—"আপনার ঘরে দেখছি মূল্যবান সামগ্রী রয়েছে। মেয়েটাকে যে কোন দিন অর্‌লিয়ন্‌সের হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করলে, এত অর্থ পাবেন যে, তাতে আপনার অবস্থা একেবারে ফিরে যাবে। আমি অনেক সুন্দরী মেয়েকে বিক্রয় করেছি, কিন্তু ওর মত সুন্দরী ক্রীতদাসী আজও দেখি নি।"

মিঃ শেলবি শুষ্কস্বরে বলিলেন—"আমি ওকে বেচে সম্পদ-বৃদ্ধি করতে চাই না।"

হ্যালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত মিঃ শেলবির কাঁধে একটি থাবা মারিয়া বলিল—"মেয়েটাকে কি ভাবে বেচতে চান? কত বলব? কত চান?"

—"মিঃ হ্যালে, আমি ওকে আদৌ বেচতে চাই না। ওর সমান ওজনের সোনার বিনিময়েও আমার স্ত্রী ওকে ছাড়বেন না।"

—"মেয়েরা ও রকম কথা বলে থাকে বটে, কেননা তারা ত হিসেব করে কিছু বলে না। যদি আপনি বুঝিয়ে দেন ওর দামে কতগুলো সুন্দর পোষাক, কতকগুলো গহনা ও পকেট-ঘড়ি পাওয়া যাবে, তাহলে আর আপত্তির কারণ থাকবে না।"

—"শুনুন, মশায়, এ কথা উচ্চারণও করবেন না। আমি যা বলছি, তার মধ্যে একচুলও মিথ্যে নেই।" মিঃ শেলবির স্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল।

—"তাহলে ঐ ছেলেটাকে আমায় দিন।"

—"ছেলেটাকে দিয়ে আপনার কি কাজ হবে ?"

—"আমার এক বন্ধু আছেন ; তিনি সুন্দর ছেলে কিনতে চান। দাস-ব্যবসায়ের এই দিকটা নিয়েই তাঁর কারবার। ছেলেগুলোকে ভাল খাইয়ে-পরিয়ে বড়-সড় করে তিনি বেচেন। তাতে বেশ দু পয়সা পাওয়া যায়। ছেলেগুলো ওয়েটারের কাজ করে। আপনার এই ছেলেটা বড় সুন্দর; বেশ চড়া দামে বিকোবে।"

—"ওকে বেচবার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। আমার মনে একটু দয়াও আছে। মশায়, ছেলেটাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে আমি ঘৃণা করি।"

—"আমিও ঘৃণা করি বটে, মেয়েদের কান্নাকাটি আমারও ভাল লাগে না। তবে কি জানেন, মশায়, ব্যবসা। আচ্ছা, মেয়েটাকে দিন-কয়েকের জন্যে কোথায় সরিয়ে দিতে পারেন ? সেই ফাঁকে ছেলেটাকে সরিয়ে ফেলা যাবে। তারপর মেয়েটা

দিয়াছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই পড়িয়াছে হ্যালের হাতে। হ্যালে দাস-ব্যবসায়ী। মিঃ শেলবির নিকট সে ঋণ আদায় করিতে আসিয়াছে। সে কয়েকটি দাসের বিনিময়ে মিঃ শেলবিকে ঋণমুক্ত করিয়া দিবে। টম মিঃ শেলবির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও সুদক্ষ ভৃত্য। সে টমকে ত চায়ই, তাহার সহিত আরও একটিকে যাহাতে লইতে পারে, তাহারও চেষ্টা করিতেছে।

এদিকে ঘটনাচক্রে এলিযা কক্ষের রুদ্ধকবাটের নিকটে পৌঁছিয়া ভিতরের কথোপকথনের যেটুকু শুনিতে পাইল, সেইটুকু হইতেই বুঝিল, একজন দাস-ব্যবসায়ী তাহার প্রভুকে কোন ব্যক্তির জন্য একটা মূল্য দিতে চাহিতেছে। তাহার প্রভু-পত্নী তাহাকে তখন না ডাকিলে, সে কবাটে কান পাতিয়া ভিতরের সমস্ত কথাবার্ত্তাই শুনিত। তবুও তাহার মনে হইল, দাস-ব্যবসায়ী তাহারই হ্যারিকে চাহিতেছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে হ্যারিকে এত জোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল যে, সে তাহার মায়ের মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

* * * * *

এলিযা একটা পাত্র উল্টাইয়া, একটা পাত্র ফেলিয়া তাহার প্রভুপত্নীকে রেশম-পোষাকের পরিবর্ত্তে অন্যমনস্কের মত রাত্রির পোষাক দিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এলিযা! তোমার কিসের জন্য দুঃখ হচ্ছে?"

—"ও মিসেস! একজন দাসব্যবসায়ী কর্ত্তার সঙ্গে বৈঠকখানায় কথা বলছিল। আমি তার কথা শুনেছি—"

—"তাতে কি ?"

—"আপনি কি ভাবতে পারেন, কর্ত্তা আমার হ্যারিকে তার কাছে বেচবেন ?" বলিয়াই এলিযা একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

—"ওকে বেচবে! না, বোকা মেয়ে! তুমি ত জান, তোমার প্রভু কখন দক্ষিণ-দেশী দাস-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কারবার করেন না। আর, তাঁর পরিচারকেরা যতক্ষণ না দুর্ব্যবহার করে, ততক্ষণ তিনি কাউকে বেচবেনও না। তবে আর তোমার ভয় কি ? এখন আমার চুল বেঁধে দাও। আর কখনও দরজায় কান পেতে থেক না।"

—"কিন্তু আপনি কর্ত্তার মতে সম্মতি দেবেন না ?"

—"কি বাজে বকছ ? আমি কখনও মত দেব না। কেন তুমি এমন কথা বলছ ? তাহলে ত আমার নিজের সন্তানকেও বেচব।"

এলিযা তাহার প্রভু-পত্নীর কথায় আশ্বস্ত হইল এবং হৃষ্টমনে তাঁহার প্রসাধন শেষ করিতে লাগিল। মিসেস শেলবিও জানিতেন, তাঁহার স্বামী হৃদয়বান ব্যক্তি ; তাঁহার দ্বারা এমন কাজ সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এলিযাকে ভরসা দিলেন এবং প্রসাধনান্তে প্রতিদিনকার মত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন। এলিযার কথাগুলি আর তাঁহার মনে রহিল না।

মিসেস শেলবি এলিযাকে শিশুকাল হইতে আদরে-যত্নে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রভু-পরিচারিকার সম্বন্ধটি অতি অল্পই প্রকাশ পাইত।

এলিযা ক্রীতদাসী হইলেও তাহার সৌন্দর্য্য ছিল অসাধারণ এবং তাহার চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ছিল, ভদ্রমহিলার মত সুন্দর ও অমায়িক।

মিসেস শেলবি তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, জর্‌জ হ্যারিস নামে একজন ক্রীতদাস যুবকের সহিত। জর্‌জ হ্যারিসকে দেখিলেও দাস বলিয়া চেনা যাইত না। তাহার পিতা ছিলেন, একজন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান্। জর্‌জ হ্যারিস ছিল যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই ভদ্র ও প্রিয়দর্শন। সে একটা চটতৈয়ারীর কারখানায় কাজ করিত। তাহার প্রভু তাহাকে ঐ কারখানায় ভাড়া খাটাইতেন। জর্‌জের ব্যবহারে ও কর্ম্মপটুতায় কারখানার মালিক, কর্ম্মচারী এবং শ্রমিকগণ তাহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। জর্‌জ অনেক কৌশলে শন-পরিষ্কার করিবার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিল। এজন্য কারখানার মালিক তাহাকে আরও ভালবাসিতেন। তাহার মত স্বল্পশিক্ষিত যুবকের পক্ষে ইহা এক আশ্চর্য্য কার্য্য। যন্ত্রটিও কারখানার বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কতকগুলি সদ্‌গুণের অধিকারী হইলেও আইনের চক্ষে জর্‌জ 'মানুষ' ছিল না, ছিল একটি 'সামগ্রী' বা

সম্পত্তি। তাহার প্রভুর ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছামত তাহাকে দান-বিক্রয়ের অধিকারী ছিলেন।

জর্‌জের প্রভু লোকটি ছিলেন, সংকীর্ণমনা, অত্যাচারী ও বর্ব্বর। একদিন জর্‌জের যন্ত্র-উদ্ভাবনের সংবাদ তাঁহার কানে গিয়া পৌঁছিল। তিনি যেখানে থাকিতেন, সেখান হইতে কারখানাটি ছিল দূর। তিনি অবিলম্বে কারখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমান সামগ্রীটি কি করিয়াছে, তাহা দেখা নিতান্ত আবশ্যক।

তিনি কারখানায় পৌঁছিলে সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিল। কারখানার মালিক তাঁহাকে জর্‌জের মত একজন বুদ্ধিমান ও কর্ম্মপটু দাস লাভ করায় অভিনন্দন জানাইলেন। জর্‌জও আনন্দে, উৎসাহে, গর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রভুর সম্মুখে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পুরুষোচিত ও সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার প্রভু নিজেকে তাহার তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। এই নিকৃষ্ট ক্রীতদাসটার যন্ত্র-উদ্ভাবনের কি আবশ্যক ছিল? সে কি ভদ্রলোকদের সঙ্গে এক-আসনে বসিতে চায়? এখনই তিনি তাহার স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবেন। তাহাকে তৎক্ষণাৎ লইয়া গিয়া আগাছা নিড়াইবার কাজে নিযুক্ত করিয়া দিবেন।

তিনি কারখানার মালিকের নিকট জর্‌জের মাহিনা চাহিতে এবং তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই তাঁহারা সকলে বিস্মিত হইলেন।

কারখানার মালিক আপত্তি করিলেন ; বলিলেন—"মিঃ হ্যারিস, কাজটা খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে হচ্ছে না ?"

—"তাতেই বা কি ? লোকটা আমার নয় ?"

—"আমরা দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী আছি।"

—"না। আমার কোন লোককে আর ভাড়া দেব না।"

—"কিন্তু ও লোকটা আমার এই সব কাজেরই উপযুক্ত।"

—"হতে পারে। কেবল আমার কাজই ও পারে না।"

একজন কর্ম্মচারী বলিল—"ওর যন্ত্র-উদ্ভাবনের কথাটা ভেবে দেখুন।"

—"যন্ত্র ! কেবল খাটুনি বাঁচাবার জন্যে। তাই নয় কি ? নিগ্রোগুলো সকলেই খাটুনি বাঁচাবার কল। না, ওকে যেতেই হবে।"

জর্জ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে ঝড় বহিতেছিল। হয়ত সে উত্তেজনাবশে একটা কাণ্ড করিয়া বসিত। কেবল কারখানার মালিকের জন্যই সে আত্মসম্বরণ করিয়া লইল।

তিনি তাহার কানে কানে বলিলেন—"এখনকার মত যাও, জর্জ। তোমাকে পরে আবার আনবার চেষ্টা করব।"

জর্জের প্রভুর চোখ হইতে এই দৃশ্য এড়াইল না। তিনি কথাগুলি শুনিতে না পাইলেও আন্দাজে ব্যাপারটি বুঝিয়া লইলেন এবং তাঁহার মন আরও কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি জর্জকে লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

এই কারখানাতে কাজ করিবার সময়ই এলিযার সহিত জর্জের বিবাহ হয়।

যাহা হউক, কারখানার মালিক তাঁহার প্রতিশ্রুতিমত সপ্তাহ-দুই পরে একদিন জর্জের প্রভু, মিঃ হ্যারিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জর্জকে আবার কারখানায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় যাত্রা করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না।

মিঃ হ্যারিস বলিলেন—"ঐ লোকটা আমার। ওকে নিয়ে আমি যা খুশী তাই করব। ওকে আর কারখানায় পাঠাব না।"

হতভাগ্য জর্জ! তাহার জীবনে আর কোন আশা-ভরসা রহিল না; সমস্তই অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। সে প্রতিদিন কঠোর পীড়ন ও অপমান মাথায় বহিয়া দারুণ দুঃখময় জীবন যাপন করিতে লাগিল।

মিসেস্ শেলবি বেড়াইতে বাহির হইলে এলিযা কতকটা বিষণ্ণমনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহার চলমান গাড়িখানির দিকে তাকাইয়া আছে, এমন সময় কে যেন তাহার কাঁধে হাত রাখিল।

সে ফিরিয়া দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—"জর্জ! তুমি! প্রথমে আমি ভয় পেয়েছিলাম। চল--আমাদের ঘরে চল।" বলিতে বলিতে সে জর্জকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি। তাহার কক্ষটি ছোট। দুইজনে কক্ষে প্রবেশ করিলে এলিযা বলিল—"আমি বড় খুশী হয়েছি। তুমি হাসছ না কেন? দেখ, হ্যারি কত বড় হয়েছে।"

—"আমি যদি আদৌ জন্মগ্রহণ না করতাম! যদি আদৌ জন্মগ্রহণ না করতাম।" জর্জের কণ্ঠস্বরে বেদনা ও তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল। এলিযা তাহার পাশে বসিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল।

জর্জ কোমলস্বরে বলিল—"এলিযা! তোমায় আমায় দেখা না হলেই ভাল হত; তুমি খুশী হতে।"

—"কেন এ কথা বলছ? কি হয়েছে? এতদিন ত আমাদের কোন দুঃখই ছিল না।"

—"ও এলিযা! বড় দুঃখ। আমার জীবনে আর উন্নতি নেই। সব শেষ। বেঁচে থেকে কি লাভ? মৃত্যুই ভাল।"

—"আমি বুঝতে পারছি, কারখানা থেকে তোমায় নিয়ে এসেছে বলে তোমার মনে বড় কষ্ট। কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ কর—"

—"ধৈর্য্য? আমি কি ধৈর্য্য ধারণ করে ছিলাম না? সে যখন আমায় কারখানা থেকে নিয়ে গেল, তখন কি আমি একটি কথাও বলেছি? আমি আমার সমস্ত আয়ই তাকে দিয়েছি; একটি কপর্দ্দকও রাখি নি।"

—"সত্যই এ ভয়ঙ্কর কথা। তবুও তিনি তোমার প্রভু।"

—"আমার প্রভু! কে তাকে আমার প্রভুর আসনে বসিয়েছে? আমার ওপর তার কি অধিকার আছে? সেও মানুষ, আমিও মানুষ। ওর চেয়ে আমি বেশী লেখা-পড়া জানি। আমি নিজের চেষ্টায় শিখেছি—এত দুঃখ-কষ্ট ও সময়াভাবের মধ্যেও আমি লেখা-পড়া শিখেছি। একটা ঘোড়াতে যে কাজ করে, সেই কাজ ও এখন আমাকে দিয়ে করাচ্ছে!"

—"জর্‌জ! তোমার কথা শুনে আমার বুক ভেঙে যায়। ভয় হয়, তুমি হয়ত একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলবে। কিন্তু হ্যারি ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সংযত হও—"

—"রক্ত-মাংসের শরীর এ কষ্ট আর সহ্য করতে পারে না। এখন আমার একতিলও বিশ্রাম নেই। ও বলে আমার ভেতর একটা দৈত্য আছে। না হলে আমি এত কাজ করতে পারি! সেই দৈত্যটাকে ও বার করতে চায়। কিন্তু একদিন সেটা এমন মূর্ত্তিতে বার হবে, যেদিন ওর আফশোষের সীমা থাক্‌বে না।"

—"কি হবে জর্‌জ!"

—"এই ত গতকালের ঘটনা শোন। আমি একখানা গাড়িতে পাথর তুলতে ব্যস্ত। ওর ছেলে মাষ্টার টম গাড়ির ঘোড়াটার

খুব কাছে দাঁড়িয়ে সন্ সন্ করে চাবুক ঘোরাচ্ছে। আমি তাকে খুব নম্রভাবে বললাম—'ঘোড়াটা ভয় পাবে।' কিন্তু তার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই; সে সমানে চাবুক ঘোরাতে লাগল। আমি আবার তাকে থামতে বললাম। সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে আমাকে চাবুক মারতে লাগল। আমি তার হাত দুটো ধরতেই, সে আমাকে লাথি মারতে লাগল, চেঁচাতে আরম্ভ করল। তারপর তার বাবার কাছে গিয়ে বলল, 'আমি তার সঙ্গে মারামারি করছিলাম।' তার বাবা তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে বলল—'তোকে এবার দেখাব, কে তোর প্রভু।' তারপর সে আমাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে একখানা চাবুক কেটে টমকে দিয়ে বলল—'যতক্ষণ না তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়, ততক্ষণ এটার ওপর চাবুক চালিয়ে যাও।' সেও তাই করল। এর শোধ আমি একদিন তুলবই। এই লোকটাকে কে আমার প্রভু করেছে?"

এলিযার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে কাঁদিতে লাগিল।

জর্জ আবার বলিল—"তুমি সেই কার্লো নামে যে ছোট কুকুরটা আমাকে দিয়েছিলে, সেটার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। কুকুরটাকে আমি বড় যত্নে রাখতাম। সে রাত্রে আমার সঙ্গে একই বিছানায় শুত, সারাদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াত। সময় সময় সে আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাত, যাতে মনে হ'ত, সে আমার দুঃখ অনুভব করছে। সে দিন রান্নাঘরের দরজায় মাংসের গোটা কয়েক ছাঁট পড়েছিল, আমি সেগুলো

কুড়িয়ে নিয়ে কারলোকে খাওয়াচ্ছি, এমন সময় আমার প্রভু সেখানে এসে বললেন—কুকুরটাকে আমি তাঁর খরচে খাওয়াচ্ছি। তিনি তাঁর কোন নিগ্রো চাকরকে কুকুর রাখতে দেবেন না। তিনি হুকুম দিলেন, কুকুরটার গলায় পাথর বেঁধে আমি যেন তাকে পুকুরে ফেলে দিই।”

—“তুমি নিশ্চয়ই তা কর নি?”

—“আমি করি নি, কিন্তু সে করেছিল। সে আর তার ছেলে কুকুরটার গলায় পাথর বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিল। কুকুরটা উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা দুজনে ঢিল মেরে তাকে ডুবিয়ে দেয়। আর, আমাকে চাবুক খেতে হয়েছিল,—কেননা আমি প্রভুর সেই আদেশ পালন করি নি। অবশ্য সে শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে, চাবুকেও আমাকে বশ করতে পারবে না। আমার দিন আসবে—”

—“তুমি কি করবে?”

—“কি করব? জান এলিযা, আমার প্রভু আবার আমাকে তাঁর দাসী মিনার সঙ্গে বিয়ে দেবেন।”

—“সে কি করে সম্ভব? আমাদের ত একবার বিয়ে হয়েছে।”

—“তুমি কি জান না যে ক্রীতদাস-দাসীর বিয়ে আইনতঃ সিদ্ধ নয়? যতদিন আমাদের প্রভুর মর্জ্জি হবে, ততদিনই আমরা স্বামী-স্ত্রীরূপে থাকবার অধিকারী।”

—“আমার প্রভুর মনে দয়া আছে।”

—"হাঁ ; কিন্তু তিনি মারা যেতে কতক্ষণ ? তারপর ? তোমার ছেলেটিকেও তারপর বেচে দেবে, তখন ?"

এলিযার ইচ্ছা হইল, সে হ্যারির সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছে, জর্‌জকে তাহা জানায়। কিন্তু জর্জের দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় তাহাতে আরও ক্লীষ্ট হইবে, এই চিন্তায় সে কিছু বলিল না।

—"এলিযা ! সহ্য কর। বিদায়। আমি চললাম।"

—"যাচ্ছ জর্‌জ ! কোথায় যাচ্ছ ?"

—"কানাডা। সেখানে গিয়ে আমি তোমাকে কিনে নেব। আমার ভরসা আছে, তোমার প্রভু তোমাকে আমার কাছে বেচতে অসম্মত হবেন না।"

—"যদি তুমি ধরা পড় ?"

—"কিছুতেই ধরা পড়ব না। তার আগে 'মরব'। হয় 'মরব'—না হয় এই দাসত্ব থেকে মুক্ত হব।"

—"তুমি আত্মহত্যা করবে না ত ?"

—"তার দরকার নেই। ওরাই ধরবার সময় আমাকে মেরে ফেলবে।"

—"ও জর্‌জ ! অন্ততঃ আমাদের জন্যও সাবধান হবে।"

—"এলিযা ! শান্ত হও। আমি পালাবার সব ঠিক করে রেখেছি। কয়েকজন বন্ধু আমায় সাহায্য করবে। দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই আমিও নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হব। এখন বিদায়!" অতঃপর স্বামী-স্ত্রী অশ্রুজলের মধ্য দিয়া পরস্পরে নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

আঙকল্ টমের কেবিন বা বাসগৃহ—

গৃহখানি গাছের মোটা গুঁড়ি দিয়া তৈয়ারী। তাহার সম্মুখে শাক-সব্জী ও ফল-ফুলের একখানি ছোট বাগান। বাগানখানি বেশ সাজানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টমের যত্নে ও পরিশ্রমে বাগানখানি এমন শ্রীযুক্ত হইয়াছে। বাসগৃহের ভিতরভাগও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টমের স্ত্রী ক্লো সযত্নে নিপুণহস্তে সব সাজাইয়া-গুজাইয়া রাখিয়াছে। সে মিঃ শেলবির গৃহে প্রধান পাচিকার কাজ করে। রন্ধনেও সে সুদক্ষা। তাহাদের কয়েকটি সন্তান আছে।

তখন সন্ধ্যাকাল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সান্ধ্যভোজন শেষ হইয়াছে। টম—মিঃ শেলবির পুত্র জর্‌জ ও আরও অনেকে তাহাকে 'আঙকল্ টম' বলিয়া ডাকে—একখানি শ্লেটে বহু ধৈর্য্য ও যত্ন-সহকারে ইংরেজী বর্ণমালা লিখা অভ্যাস করিতে ছিল। জর্‌জের বয়স অল্প। তবুও সে বয়স্ক ব্যক্তির মত মুখে গাম্ভীর্য্য আনিয়া শিক্ষকের মত তাহার বয়স্ক ছাত্র আঙকল্ টমের হস্তাক্ষর-লিখা-অভ্যাস একমনে দেখিতেছিল। এক একটি বর্ণ লিখিতে টমের সময় লাগিতেছিল অনেক। অপর দিকে ক্লো—আন্‌ট ক্লো—কেক তৈয়ারি করিতে করিতে নিজের রন্ধনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছিল। তাহাদের ছেলে-মেয়ে-কয়টি ঘরের ভিতর খেলায় মত্ত।

জরজ টমের হাত হইতে পেন্‌সিলটি লইয়া বলিল—"অমন করে নয়, আঙকল্ টম। ওটা 'জি' হল না—'কিউ' হয়ে গেল। এই ভাবে 'জি' লেখে।" বলিয়া সে লিখিয়া দেখাইল।

* * * * *

আঙকল্ টমের গৃহে যখন এই ব্যাপার ঘটিতেছে, তখন তাহার প্রভু, মিঃ শেলবির গৃহে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা অন্য প্রকার।

মিঃ শেলবি ও সেই দাস-ব্যবসায়ীটি কাছাকাছি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সম্মুখে কাগজ-পত্র ও লিখিবার সরঞ্জাম-গুলি রহিয়াছে।

ব্যবসায়ীটি বলিল—"এবার এতে সই করতে হবে।"

মিঃ শেলবি তাড়াতাড়ি বিক্রয়-দলিল লিখিয়া তাহাতে সই করিয়া কতকগুলি নোটের সহিত তাহা ব্যবসায়ীটির দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

হ্যালে একটা অতি পুরাতন পোরটম্যানটো হইতে একখানি খৎ বাহির করিয়া তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া মিঃ শেলবির হাতে সেখানি দিল। মিঃ শেলবিও সেখানি তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে লইলেন।

—"কাজটা শেষ হল"—বলিয়া হ্যালে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ শেলবিও চিন্তিতের মত অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"শেষ হয়ে গেল!" তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন—"শেষ হয়ে গেল!"

—"আমার বোধ হচ্ছে, কাজটাতে আপনি খুশী হলেন না।"

—"হ্যালে, আমি আশা করি, আমার কাছে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছ, তুমি তা মনে রাখবে—যার কাছে টমকে বিক্রয় করবে, আগে খোঁজ নেবে সে লোকটা কি রকম।"

—"আপনিও ত এখনই ওকে আমার কাছে বিক্রয় করলেন।"

—"অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়ে—"

—"অবস্থাগতিকে আমিও বিক্রয় করতে বাধ্য হতে পারি। যাই হোক্, যার কাছেই টমকে বিক্রয় করি না কেন, ভাল লোকের কাছেই বেচব। তা ছাড়া, আমি নিগ্রোদের ওপর খারাপ ব্যবহার করি না!"

হ্যালের এই আশ্বাস দেওয়া-সত্ত্বেও মিঃ শেলবি অন্তরে শান্তি পাইলেন না এবং হ্যালের সহিত আর কোন আলোচনাও করিলেন না। সেও নীরবে চলিয়া গেল। মিঃ শেলবি একা বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন।

রাত্রিকাল। মিঃ শেলবির শয়নকক্ষ। মিঃ শেলবি ও মিসেস শেলবিতে কথোপকথন হইতেছিল।

মিসেস শেলবি বলিতেছিলেন—"আচ্ছা আর্থার, ঐ অসভ্য লোকটা কে?"

—"ওর নাম হ্যালে।" বলিয়া মিঃ শেলবি অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ারে একটু নড়িয়া বসিলেন।

—"হ্যালে! ও কি কাজ করে? এখানে এসেছে কেন?"

—"গতবার ওর সঙ্গে আমি কারবার করেছিলাম।"

—"মাত্র সেই সূত্রে লোকটা এখানে এসে খাওয়া-দাওয়া করছে?"

—"আমি নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ওর সঙ্গে আমার কিছু কাজও আছে।"

—"লোকটা কি দাস-ব্যবসায়ী?"—বলিতে বলিতে মিসেস শেলবি স্বামীর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন।

—"কিসে বুঝলে?"—বলিয়া মিঃ শেলবি তাঁহার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন।

—"এমনই বলছি। এলিযা আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল যে, তুমি একটা ব্যবসায়ীর সঙ্গে গল্প করছ। সে শুনেছিল, তুমি তার ছেলেটাকে লোকটার কাছে বেচতে চাইছ। মেয়েটা বড় অদ্ভুত নয়?"

—"বলছিল নাকি ?" বলিয়া মিঃ শেলবি খুঁব মনোযোগ দিয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন। মিসেস শেলবি যদি লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, মিঃ শেলবি কাগজখানি উল্টা করিয়া ধরিয়া আছেন।

মিসেস শেলবি চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিলেন— "আমি এলিযাকে বলেছি, এ কখনও হতে পারে না। আমাদের চাকর-বাকরদের মধ্যে তুমি কাউকে বেচবে না—বিশেষতঃ ঐ লোকটার কাছে।"

—"এমিলি, আমিও এতদিন তাই ভাবতাম। কিন্তু আমার ব্যবসার অবস্থা এমন হয়ে পড়েছে যে, কয়েকটা চাকরকে না বেচে আর পারলাম না।"

—"ঐ জানোয়ারটার কাছে ? অসম্ভব ! তুমি ঠাট্টা করছ।"

—"না। আমি টমকে বেচতে সম্মত হয়েছি—"

—"কি বলছ ? টমকে ? যে শিশুকাল থেকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমাদের কাজ করছে, তাকে ? তুমি ত তাকে মুক্তি দেবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। আমিও ওকে একথা বহুবার বলেছি। এখন আমি সবই বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে, তুমি এলিযার একমাত্র সন্তান হ্যারিকেও বেচতে পার।"

—"তুমি যখন সবই জানতে পারবে, তাহলে বলি, আমি টম আর হ্যারিকে বেচতে রাজী হয়েছি। কিন্তু আমি একথাটা বুঝতে পারছি না, আর সকলেই প্রত্যহ যা করছে, কেবল আমি তা করলে, কেন দোষের ভাগী হব ?"

—"আরও ত অনেকে ছিল ; কিন্তু তাদের কাউকে না বেচে ওদের দুজনকে বেচলে কেন ?"

—"বেশি দাম পাওয়া যাবে বলে। লোকটা এলিযার জন্যেও অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে রাজী হই নি।"

—"হতভাগা !"

—"এর জন্যে আমায় ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

—"টম নিগ্রো হলেও মহৎ ও বিশ্বাসী। ও তোমার জন্যে জীবনও দিতে পারে।"

—"আমি জানি, কিন্তু উপায় কি ?"

—"টমের মত বিশ্বাসী, শান্ত, নম্র, মহৎ-হৃদয় ভৃত্যকে ছাড়তে আমার মনে বড় দুঃখ হচ্ছে। আমি ওকে বহু যত্নে গড়ে তুলেছি। আমি আমাদের দাস-দাসীদের কাছে এত কাল যে সকল কথা বলেছি, ওদের যা শিক্ষা দিয়েছি, আজ তার ব্যতিক্রম করব কি করে ? আজ কি করে বলব যে মানুষের চেয়ে টাকা বড় ?"

—"সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় নেই। আমি ও লোকটার খপ্পরে পড়েছিলাম। এ ছাড়া আর উদ্ধারের পথ ছিল না। ও লোকটা বোঝে কেবল ব্যবসা আর লাভ। ও টাকার জন্য নিজের মাকেও দাসীরূপে বেচবে—এমিলি, কথাটা আর গোপন রাখতে চাই না ; আমি ওদের দুজনকে বেচে ফেলেছি। বিক্রয়ের দলিল এখন হ্যালের হাতে। সে ওদের দুজনকে কাল্ সকালে নিয়ে যাবে। আমি কাল সকালে উঠেই সরে পড়ব,

তুমিও এলিযাকে নিয়ে কোথাও চলে যেও। কাজটা তার অসাক্ষাতে হওয়াই ভাল।”

—“না—না।”

মিঃ ও মিসেস শেলবি বুঝিতেও পারেন নাই যে, নেপথ্যে দাঁড়াইয়া একজন শ্রোতা তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছে। মিসেস শেলবির শয়নকক্ষের পাশে একটি অতি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। মিসেস শেলবি এলিযাকে রাত্রির মত বিদায় দিলে, সে ঐ কক্ষে লুকাইয়া কবাটে কান পাতিয়া মিঃ শেলবির সহিত তাঁহার কথোপকথন শুনিতে লাগিল। তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথা সে পরিষ্কার শুনিতে পাইতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার অন্তর গভীর শঙ্কায় ভরিয়া গেল। মিঃ শেলবি ও মিসেস শেলবি শান্ত হইলে এলিযা সেখান হইতে নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেল। তাহার মুখ-চোখের আকৃতি তখন এমন, যে, পরিচিত কেহ দেখিলে এলিযা বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারিত না।

সে খুব সাবধানে বারান্দা দিয়া মিসেস শেলবির কক্ষের রুদ্ধদ্বারে আসিয়া ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইল এবং নীরবে আকাশের দিকে হাত তুলিয়া তাহার মাতৃহৃদয়ের বেদনা জানাইল। তারপর নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার কক্ষটি ছোট; কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একধারে শুভ্র-কোমল শয্যার উপর তাহার পুত্র হ্যারি গভীর নিদ্রায় অচেতন।

এলিযা তাহার দিকে তাকাইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—“হায় রে! তোকেও বেচে দিলে! কিন্তু তোর মা তোকে

রক্ষা করবে।” তাহার চোখে এক বিন্দুও অশ্রু নাই। সে অবস্থায় চোখে জল আসে না, আসে হৃদয়ের শোণিত। সে একটুকরা কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিল—“মিসেস! আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবিবেন না। আপনি কর্ত্তাকে আজ রাত্রে যাহা বলিতেছিলেন, আমি সব শুনিয়াছি। আমার ছেলেটিকে রক্ষার চেষ্টা করিব। আমাকে দোষী করিবেন না। আপনার দয়া ভুলিবার নয়। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।”

এবং কাগজখানি ভাঁজ করিয়া তাহার উপরে মিসেস শেলবির নাম লিখিয়া সে তাহা একপাশে রাখিয়া দিল। তারপর টানা খুলিয়া কতকগুলি পোষাক বাহির করিল এবং পোষাকগুলি দিয়া একটি পুঁটুলি তৈয়ারি করিয়া সেটিকে একখানি বড় রুমালের সাহায্যে কোমরের সহিত বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিল। সেই মুহূর্ত্তেও হ্যারির যে খেলানা কয়টি অত্যন্ত প্রিয়, সেই-গুলিকেও সে লইতে ভুলিল না! হ্যারি সব চেয়ে ভালবাসিত একটি রঙ্গীন কাঠের কাকাতুয়া। সে সহজে ঘুম হইতে উঠিতে চাহে না। এলিযা বহুকষ্টে তাহাকে জাগাইয়া কাকাতুয়াটি তাহার হাতে দিল। হ্যারি কাকাতুয়াটি লইয়া বসিয়া বসিয়া খেলা করিতে লাগিল। সেই অবসরে এলিযা নিজের মাথায় একটি বনেট পরিয়া শালখানি গায়ে জড়াইয়া লইল। তারপর হ্যারির কোট ও টুপি হাতে করিয়া শয্যার কাছে সরিয়া যাইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—“কোথায় যাচ্ছ মা?” এলিযা তাহার একেবারে নিকটে গিয়া তাহার দিকে

একদৃষ্টিতে তাকাইতেই, হ্যারি বুঝিতে পারিল, একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে।

এলিযা বলিল—"চুপ! চেঁচিও না, এখনই সকলে শুনতে পাবে। আমার সোনার হ্যারিকে একটা দুষ্ট লোক মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার মতলব করেছে। কিন্তু মা তাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। আমরা দুজনে পালিয়ে যাব; লোকটা আর আমাদের ধরতে পারবে না। কোট আর টুপিটা পর, লক্ষ্মী।" বলিয়া সে হ্যারিকে কোট ও টুপি পরাইল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতে লইতে আবার বলিল—"একটুও শব্দ করো না।" তারপর নিঃশব্দে কবাট খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।

শীতের হিম-রাত্রি। আকাশে নক্ষত্র ঝলমল করিতেছে। তাহাদের ক্ষীণ আলোক ধরণীর বুকে অবিশ্রান্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। এলিযা হ্যারির গায়ে শালখানি ভাল করিয়া জড়াইয়া দিল। হ্যারিও এক অজানা আশঙ্কায় তাহার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর শুইয়াছিল। এলিযা ক্রমে তাহার কাছে যাইতেই সে হঠাৎ একটা চাপা গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এলিযা কোমলকণ্ঠে কুকুরটির নামোচ্চারণ করিতে কুকুরটিও লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল। এলিযার শৈশবের সঙ্গী সে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে

হইল, সে যেন বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই নিশীথে এলিযার ভ্রমণে বাহির হইবার কারণ কি ?

এলিযা নিঃশব্দে দ্রুতপদে চলিতেছে। সেও তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, কিন্তু চলিতে চলিতে সে এক একবার এলিযার দিকে, তারপর তাহার প্রভুর গৃহখানির দিকে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকায়, আর স্থির হইয়া দাঁড়ায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহারা আঙক্‌ল্ টমের বাসগৃহের জানালার তলে আসিয়া পৌঁছিল। এলিযা সেখানে দাঁড়াইয়া শার্সির গায়ে মৃদু করাঘাত করিল। সে রাত্রে শয়নে যাইবার পূর্ব্বে আঙক্‌ল্ টম একটু দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার নৈশ উপাসনা করিয়াছিল। সেইজন্য সে ও তাহার স্ত্রী, তখনও ঘুমায় নাই। আন্‌ট ক্লো তাড়াতাড়ি উঠিয়া পর্দ্দাখানি সরাইয়াই বলিয়া উঠিল—"ওমা! এযে মনে হচ্ছে লিযি! শীঘ্র ওঠো, টম। ঐ ব্রুনোটাও ওর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি।"

সে তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া ফেলিতেই টম তাড়াতাড়ি যে মোমবাতিটি জ্বালিয়াছিল, তাহার ম্লান আলোকধারা গিয়া পড়িল, পলাতকার শঙ্কাক্লিষ্ট মুখ ও বিস্ফারিত চোখ দুটির উপর।

—"একি লিযি? তোর চেহারা দেখলে যে ভয় করে! কি হয়েছে?"

—"আঙ্‌কল টম! আন্‌ট্ ক্লো! আমি ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। কর্ত্তা একে বেচে দিয়েছেন।"

—"বেচে দিয়েছেন!" টম ও ক্লো সমস্বরে বলিয়া উঠিল।

—"হাঁ। আমি দরজায় কানপেতে শুনেছি। আমি শুনেছি, কর্ত্তা হ্যারি ও আঙ্কল্ টম্, তোমাকে, একজন দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিয়েছেন। কর্ত্তা কাল সকালে উঠেই ঘোড়ায় চড়ে এক জায়গায় চলে যাবেন। সেই অবসরে ব্যবসায়ীটা তোমাদের দুজনকে নিয়ে যাবে।"

টম স্বপ্নাবিষ্টের মত এলিযার কথা শুনিতেছিল। কথাগুলির অর্থ তাহার বোধগম্য হইতেই সে চেয়ারখানির উপর শক্তিহীনের মত বসিয়া পড়িল এবং তাহার মস্তকটি নত হইয়া গেল।

আন্‌ট ক্লো বলিল—"ভগবান আমাদের কৃপা করুন। ও এমন কি করেছে যে কর্ত্তা ওকে বেচে দিলেন?"

—"কিছু করার জন্যে ওকে তিনি বেচেন নি। তাঁরা আমাদের কাউকেই বেচতে চান না। কিন্তু কর্ত্তার এত দেনা হয়েছে যে, এদের দুজনকে যদি না বেচতেন, তাহলে তাঁকে সমস্ত বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি বেচে অন্য জায়গায় চলে যেতে হত। শয়তান ব্যবসায়ীটা তাঁকে খুবই উত্যক্ত করছিল। আমি হ্যারিকে নিয়ে পালাচ্ছি। এতে আমার খুব অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু আমি মা; কোন্ প্রাণে আমার সন্তানকে বুক থেকে টেনে ফেলে দেব?"

আন্‌ট ক্লো বলিল—"টম, তুমিও পালাও না? এখনও সময় আছে;—তুমি আর লিযি পালিয়ে যাও। না হলে ব্যবসায়ীটা দক্ষিণ দেশে নিয়ে গিয়ে তোমায় খেতে না দিয়ে, সারাদিন খাটিয়ে মেরে ফেলবে।"

টম ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া, বিষণ্ণদৃষ্টিতে চারধারে তাকাইয়া বলিল—“না—না ; আমি যাব না। লিযি যাক্। ওর যাবার অধিকার আছে। শুন্‌লে না, লিযি কি বল্‌লে ? কর্ত্তা যদি আমাদের দুজনকে না বেচতেন, তাহলে তাঁকে বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি সব বেচে অন্য জায়গায় চলে যেতে হত। কাজেই তিনি ভালই করেছেন। আমি সহ্য করতে পারব। তাঁর দোষ নেই, ক্লো। তিনি তোমাকে আর ঐ—” টম আর বলিতে পরিল না। তাহার নিদ্রিত সন্তানগুলির দিকে তাকাইয়া গভীর দুঃখে দুই-হাতে মুখ ঢাকিয়া মর্ম্মভাঙ্গাস্বরে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এলিযা দ্বারপথে দাঁড়াইয়া বলিল—“আজ বিকেলে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনও এসব ব্যাপার জানতে পারি নি। সেও বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। সে বলেছিল, সেও পালিয়ে যাবে। তাকে আমার খবর দেবার চেষ্টা কর। দেখা হলে বলো, আমি কেন পালিয়েছি। আরও বলো যে, আমি কানাডায় যাবার চেষ্টা করছি। তাকে আমার ভালবাসা জানিও। জানিও যে, যদি তার সঙ্গে আমার আর দেখা না হয়—” এলিযা মুখ ফিরাইয়া লইল। ক্ষণপরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আবার বলিল—“তাকে বলো যে, পরলোকে যেন তার দেখা পাই। ব্রুনোকে ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও। ও যেন আমার পিছন পিছন না যায়। বেচারা!”

তারপর আর সে অপেক্ষা করিল না, চোখের জলে বিদায় লইয়া, হ্যারিকে বুকে চাপিয়া রাত্রির অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে মিঃ শেলবি ও মিসেস শেলবির নিদ্রা অন্যদিনের চেয়ে একটু বেলায় ভাঙ্গিল।

মিসেস শেলবি বার বার ঘণ্টা বাজাইয়া এলিযার সাড়া না পাইয়া বলিলেন—"এলিযার আজ কি হ'ল বুঝ্তে পারছি না।"

মিঃ শেলবি বড় আয়নাখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষুর সান দিতেছিলেন। এমন সময়, একটি নিগ্রো বালক তাঁহার ক্ষৌরির জন্য গরম জল লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিসেস শেলবি তাহাকে বলিলেন—"অ্যানডি, এলিযার ঘরে গিয়ে বল তাকে আমি তিনবার ডেকেছি। বেচারা!"

অ্যানডি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে মিসেস শেলবির দিকে তাকাইয়া বলিল—"লিযির ঘরে টানা খোলা, জিনিষ-পত্র সব ঘরের চারধারে ছড়ান। মনে হয়, সে পালিয়ে গেছে।"

মিঃ শেলবি ও মিসেস শেলবি নিমেষে ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন। ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন—"তাহলে ওর সন্দেহ হয়েছিল, তাই সরে পড়েছে।"

মিসেস শেলবি বলিলেন—"ভগবানকে ধন্যবাদ! আমার তাই বিশ্বাস।"

—"তুমি বোকার মত কথা বলছ। যদি সত্যই সে পালিয়ে থাকে তাহলে আমার পক্ষে বড় অসুবিধার ব্যাপার হবে। হ্যালে

৩

লক্ষ্য করেছিল, আমি হ্যারিকে বেচতে ইতস্ততঃ করছিলাম। ও মনে করবে, আমি ষড়্‌যন্ত্র করে ওকে সরিয়ে দিয়েছি। ব্যাপারটা আমার পক্ষে কতদূর অসম্মানকর বল দেখি?" বলিয়াই মিঃ শেলবি কক্ষ হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

ভৃত্যবর্গ ব্যস্ত হইয়া এলিযাকে খুঁজিতে খুঁজিতে চারধারে ছুটাছুটি ও চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু একটিমাত্র ব্যক্তি, যে এলিযার সন্ধান দিতে পারিত, সে এই ব্যস্ততার মাঝে নীরবে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, কাহাকেও একটি কথাও বলিল না। তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখ বিষাদের গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে হ্যালে উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিধানে অশ্বারোহীর পোষাক, পায়ে প্রকাণ্ড বুট্‌জুতা, হাতে চাবুক। সে সংবাদটি শুনিবামাত্র ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে বলিল—"যদি তাদের একবার পেতাম!" তারপর—"শুনছেন মশায় শেলবি, এ বেশ মজার ব্যাপার। মেয়েটা তার ছেলেটাকে নিয়ে সরে পড়েছে—" বলিয়াই হঠাৎ মিঃ শেলবির বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

মিঃ শেলবি বলিলেন—"মিঃ হ্যালে! এখানে আমার স্ত্রী আছেন।"

—"ক্ষমা করবেন। কথাটা কি সত্য?"

তারপর কিছুক্ষণ বচসার পর মিঃ শেলবি তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন—"কিছু জলযোগ কর। তারপর আমার ঘোড়া,

কুকুর, আর চাকর-বাকর নিয়ে মেয়েটার খোঁজে গেলেই চলবে। আমি তোমাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করব।” হ্যালে তাহাতেই সম্মত হইল।

এদিকে মিঃ শেলবির ভৃত্যবর্গ এলিযার সন্ধানে যাইবার জন্য যে কয়টি ঘোড়া ছিল, সবগুলিকে লইয়া উপস্থিত। সেখানে একটি প্রকাণ্ড বীচ গাছ ছিল। তাহার তলাটি ত্রিকোণাকার তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র বীচ ফলে ঢাকিয়া ছিল। হ্যালের ঘোড়াটি যেমন সুন্দর, তেমনই তেজী। মিঃ শেলবির ভৃত্য স্যাম একটি বীচ-ফল তুলিয়া হাতে লইল। তারপর হ্যালের ঘোড়াটিকে আদর করিয়া তাহার গলায় মৃদু আঘাত করিতে লাগিল এবং তাহার জিনটি ঠিকমত বসাইবার ভান করিয়া বীচফলটি জিনের নীচে ঘোড়াটির পিঠের উপর সকলের অলক্ষ্যে এমন কৌশলে রাখিয়া দিল, যাহাতে একটু চাপেই সে আঘাত পাইবে, অথচ পিঠে কোনরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হইবে না।

এমন সময় মিসেস শেলবি বারান্দায় আসিয়া হাতছানিতে স্যামকে ডাকিলেন। স্যাম তাঁহার নিকট যাইতেই তিনি বলিলেন—“স্যাম! মিঃ হ্যালেকে পথ দেখাবার জন্যে তাঁর সঙ্গে তোমাদের যেতে হবে এবং তাঁকে সাহায্য করতে হবে। ঘোড়াগুলোর বিষয় সাবধান। গত সপ্তাহে জেরিটা একটু খুঁড়িয়ে চলত। ঘোড়াগুলোকে জোরে চালিও না।” মিসেস শেলবি শেষের কথাগুলি এমন ধীরে ও জোর দিয়া বলিলেন যে, তাহাদের অর্থ বুঝিতে স্যামের বিশেষ বিলম্ব হইল না।

একটু পরে হ্যালে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। তাহার মেজাজ তখন এক পেয়ালা চমৎকার কোকোর প্রভাবে অনেক নরম। স্যাম ও অ্যান্ডি দুইখানা তালপাতা টুপির মত করিয়া মাথায় দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের ঘোড়া দুইটির নিকট ছুটিয়া গেল।

হ্যালে বলিল—"স্ফূর্ত্তি! স্ফূর্ত্তি! এক তিলও সময় নষ্ট করবো না।"

স্যাম হ্যালের হাতে লাগাম তুলিয়া দিয়া রেকাবটি ধরিয়া বলিল—"না হুজুর।"

ওদিকে অ্যানডি তখন অন্য ঘোড়া দুইটিকে খুঁটি হইতে খুলিতে ছিল।

হ্যালে স্যামের হাত হইতে লাগাম লইয়া ঘোড়াটির পিঠে উঠিয়া জিনের উপর বসিতেই ঘোড়াটি স্প্রীংয়ের মত লাফাইয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে তাহার প্রভুকে হাত কয়েক দূরে শুষ্ক ঘাসের উপর ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিল। স্যামও তৎক্ষণাৎ নীচু হইয়া ঘোড়াটির লাগাম ধরিতে হাত বাড়াইল। সেই সময় তাহার মাথার তালপাতার বিচিত্র টুপিতে ঘোড়াটির চোখে ঘর্ষণ লাগিল। তাহাতে ঘোড়াটির মেজাজ হইয়া উঠিল আরও রুক্ষ। সে এক ধাক্কায় স্যামকে মাটিতে উল্টাইয়া ফেলিয়া জোরে নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে পিছনের পা দুইখানি বার কয়েক শূন্যে ছুড়িল। তারপর মাঠ ভাঙিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল। ইতিমধ্যে অ্যানডি সকলের অলক্ষ্যে জেরি ও বিলকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহারাও

হ্যালের ঘোড়াটির পিছনে ছুটিতে লাগিল। আর, তাহাদের পিছনে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল স্যাম, অ্যানডি এবং মিঃ শেলবির মাইক, মোজ, স্যানডি, ফ্যানি প্রভৃতি অন্যান্য পরিচারক ও পরিচারিকাগণ।

মাঠখানি প্রায় আধমাইল দীর্ঘ ও দুই পাশ বন-জঙ্গলের দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। ঘোড়া তিনটি মাঠের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে বহুদূরে চলিয়া গেল। পরিশেষে হ্যালের ঘোড়াটি এক জায়গায় পৌঁছিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় স্যাম চীৎকার করিয়া তাহাকে ধরিতে গেল। সেও অমনই ঘুরপাক দিয়া এক লাফে হাত কয়েক দূরে গিয়া দাঁড়াইল। আবার স্যাম চীৎকার করিয়া তাহাকে ধরিতে গেল; সেও অমনই হাত কয়েক দূরে সরিয়া গেল। এমনই করিয়া সে স্যামকে লইয়া মাঠের চারধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ওদিকে হ্যালে নিষ্ফল ক্রোধ প্রকাশ করিতে করিতে পায়চারি করিতেছে, মিঃ শেলবি বারান্দা হইতে আকার-ইঙ্গিতে স্যামকে পরিচালনের বৃথা চেষ্টা করিতেছেন, আর মিসেস শেলবি তাঁহার কক্ষের জানালায় দাঁড়াইয়া সহাস্যে এই কৌতুককর দৃশ্যটি উপভোগ করিতেছেন।

অবশেষে বেলা যখন বারোটা, স্যাম জেরির পিঠে চড়িয়া হ্যালের ঘোড়াটিকে পাশে লইয়া সগর্ব্বে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। হ্যালের ঘোড়াটির দেহ ঘর্ম্মাক্ত;—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে।

স্যাম বলিল—"ধরেছি হুজুর! কেউ আপনার ঘোড়াটাকে ধরতে পারে নি, কিন্তু আমি ধরেছি।"

—"তুমি! তোমার জন্যেই এই কাণ্ড হয়েছে।" হ্যালের স্বর রুক্ষ।

—"সে কি হুজুর! আমার জন্যে যদি এত কাণ্ড হ'বে, তাহলে আমি সারা মাঠ ছুটে নিজের প্রাণ বার করব কেন?"

—"যাক্। আমার তিনটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে। শীঘ্র চল।"

—"হুজুর কি আমাদের আর ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেল্‌তে চান? এখন আমাদের সকলেরই বিশ্রামের দরকার। আমার মনিবের ঘোড়াটাকে ডলাই-মলাই করতে হবে; জেরিটা খোঁড়াচ্ছে। আমরা যদি খানিকটা বিশ্রাম নিই, তবুও তাকে ধরতে পারব। লিযি কোনকালে জোরে হাঁটতে পারত না।"

মিসেস শেলবি সেই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হইয়া হ্যালেকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। হ্যালেও কোন আপত্তি না করিয়া বৈঠকখানায় চলিয়া গেল। স্যাম ও অ্যানডি পরস্পরের গা টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

স্যাম বলিল—"চল্ চল্—আজ আমাদেরও কপালে খাবার জুটবে একটু বেশি রকম।"

টমের গৃহ হইতে এলিযা যখন চলিয়া যায়, তাহার তখনকার মানসিক অবস্থা অনুমান করা কঠিন।

পৃথিবীতে তাহার আপনার গৃহ বলিতে যে ঠাঁইটুকু ছিল, তাহা ছাড়িয়া এবং যাহাদের সে বন্ধু বলিয়া ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত তাহাদের আশ্রয় হইতে সে চিরদিনের মত চলিয়া যাইতেছে। তাহার অন্তর স্বামী ও পুত্রের আসন্ন বিপদের চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত। কতদিনের কত স্মৃতি তাহার মনে তখন ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেখানকার প্রতি জিনিষের সঙ্গে তাহার অন্তরের নিবিড় পরিচয়। সেখানেই সে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অনেকগুলি দিন যাপন করিয়াছে। ঐ যে স্তব্ধ তরুসারি উহাদের তলে সে কতদিন কত খেলা করিয়াছে। ঐ নিরালা উপবন—উহাদের মাঝে সে স্বামীর সহিত কত সন্ধ্যায় সুখে ভ্রমণ করিয়াছে। নক্ষত্রের হিমোজ্জল স্বচ্ছ আলোকে তাহারা চারধার হইতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু ভৎ সনার সুরে যেন বলিতে লাগিল—"এই গৃহ ছাড়িয়া, আমাদের ফেলিয়া কোথা যাও এলিযা?"

এলিযার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে মা। সন্তান-বাৎসল্যই তাহার অন্তরে প্রবল হইয়া তাহাকে উহাদের মাঝ হইতে দূরে লইয়া চলিল। সে হ্যারিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চলিতেছিল। অন্য সময় হইলে এলিযা তাহাকে হাঁটাইয়া

লইয়া যাইত। কিন্তু এখন তাহাকে বুক হইতে ক্ষণিকের জন্যও নামাইতে ভরসা হইল না।

সে দ্রুতপদে চলিতেছে। পথে তুষারের উপর দিয়া চলিবার সময়, শব্দ হয়, আর তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে; তরুপত্রের মর্ম্মরে ও চঞ্চল ছায়ায় তাহার রক্ত হিম হইয়া যায়। সে এক এক সময় ভাবিয়া বিস্মিত হয়, এত শক্তি সে কোথা হইতে পাইল? হ্যারি দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আছে। তাহার ভার এলিযাকে একটুও পীড়া দিতেছে না; সে যেন পালকের মত হাল্কা। সে শঙ্কিত অন্তরে, দ্রুতপদে চলে আর বলে—"ভগবান! রক্ষা কর। রক্ষা কর।"

হ্যারি ঘুমাইতেছিল। প্রথমে উত্তেজনায় তাহার ঘুম আসে নাই, কিন্তু তাহার মাতার সান্ত্বনা ও আশ্বাস-বাক্যে শান্ত হইয়া সে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে যখন ঘুমে ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মা! আমি জেগে থাকব কি?"

—"না বাবা! তোমার ঘুম পেয়ে থাকলে ঘুমোও।"

—"কিন্তু মা আমি ঘুমোলে সে লোকটাকে তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যেতে দেবে না?

—"না। ভগবান আমায় শক্তি দিন্।"

—"তুমি ঠিক বলছ? আমায় ছাড়বে না মা?"

—"ঠিক বলছি।" কথা কয়টি বলিয়াই এলিযা চমকাইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার মুখ দিয়া কথা-

গুলি বলাইল। হ্যারিও তাহার মাতার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

এলিযা চলিতেছে। তাহার মনিবের জমির সীমানা, উপবন, বন-জঙ্গল সে পার হইয়া গেল। তাহার অতি পরিচিত কত সামগ্রী সে ক্রমে ছাড়াইতেছে। তবুও তাহার চলার বিরাম নাই, গতিতেও শৈথিল্য নাই। এমনই করিয়া রাত্রি শেষ হইল; পূর্ব্ব-গগন অরুণালোয় রক্তিম হইয়া উঠিল। এলিযাও তাহার চিরপরিচিত পথ ও সামগ্রীগুলিকে দূরে পিছনে ফেলিয়া রাজপথের উপর উঠিল।

ওহিও নদীর নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে সে মিসেস শেলবির সহিত বার কয়েক গিয়াছিল। গ্রাম হইতে নদী-তীর পর্য্যন্ত পথটি তাহার পরিচিত। সে মনে মনে একটা সঙ্কল্প করিয়াছে, সে নদী-পারে পলাইয়া যাইবে। তারপর যে তাহার কি হইবে, ভগবান জানেন।

ক্রমে পথ দিয়া গাড়ি-ঘোড়া চলিতে আরম্ভ করিল। সে বুঝিল, তাহার বিপর্য্যস্ত পোষাক, রুক্ষশুষ্ক আকৃতি ও দ্রুত গমনে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। সে হ্যারিকে কোল হইতে নামাইয়া দিল এবং নিজের পোষাক ও বনেটটি ঠিক করিয়া হ্যারির হাত ধরিয়া যত দ্রুত চলিলে কাহারও মনে সন্দেহ হইবে না, তত দ্রুত চলিতে লাগিল। তাহার পুঁটুলিতে কতকগুলি কেক ও আপেল ছিল। সে পুঁটুলি হইতে একটি আপেল লইয়া হ্যারির সম্মুখে পথের উপর হাত কয়েক দূরে তাহা গড়াইয়া

দিল। হ্যারিও তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আপেলটিকে ধরিতে গেল। আপেলটি কুড়াইয়া লইতেই এলিযা তাহার হাত হইতে সেটি লইয়া আবার পথের উপর গড়াইয়া দিল। হ্যারি আবার সেটিকে ধরিতে ছুটিল। এই ভাবে দুইজনে কয়েক মাইল- পথ তাড়াতাড়ি পার হইয়া গেল।

একটু বেলা উঠিলে তাহারা একটি জঙ্গলাকীর্ণ অংশে পৌঁছিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি স্বচ্ছসলিলা পার্ব্বত্য নদী বহিয়া যাইতেছিল। হ্যারি তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লীষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এলিযা তাহাকে লইয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া নদীটির ধারে একখানি প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে গিয়া বসিল এবং পুঁটুলি হইতে কেক বাহির করিয়া হ্যারির হাতে দিল।

হ্যারি বলিল—"মা! তুমি খাচ্ছ না কেন?"

এলিযা তাহার কথার কোন উত্তর দিল না।

হ্যারি একহাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অর্দ্ধভুক্ত কেকটি এলিযার মুখে জোর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেই অশ্রুতে হতভাগিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"না—না—হ্যারি। মা কি এখন খেতে পারে? তোমাকে যতক্ষণ না নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পারব, ততক্ষণ খেতে পারি না। আমাদের এখনও চলতে হবে—অনবরত চলতে হবে—"

তারপর দুইজনে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এলিযা ও হ্যারিকে দেখিতে শ্বেতকায়দের মত। সেইজন্য তাহাদের

দেখিয়াও নিগ্রোর সন্তান বলিয়া চিনিবার সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া, যাহারা এলিযাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানিত, দাস-দাসীদের প্রতি মিঃ ও মিসেস শেলবির স্নেহ-যত্নের বিষয়ও তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সেই স্নেহশীল প্রভুর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোন দাস-দাসীর পলায়ন সম্ভব নয়। কাজেই এই দিক দিয়া এলিযা একরূপ নিরাপদ ছিল। আর, এই ভরসায়ই এলিযা আহার ও বিশ্রামের জন্য দ্বিপ্রহরে এক কৃষকের গৃহে উপস্থিত হইল। এই স্থানটি তাহার গৃহ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া এলিযার আশঙ্কার কারণ বহু পরিমাণে হ্রাস পাইল। তাহার ফলে, তাহার সহনশক্তিও কমিয়া গেল। সে পথের ক্লান্তি ও ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।

কৃষক-পত্নীকে সে নিজের যে পরিচয় দিল, সে তাহাই সরলমনে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আহার ও পানীয় বিক্রয় করিল।

তারপর সূর্য্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে এলিযা হ্যারিকে লইয়া ওহিও নদীর ধারে তাহার লক্ষ্য স্থান সেই গ্রামে গিয়া পৌঁছিল। তাহার পা দুইখানি ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু অন্তর উৎসাহে পূর্ণ। সে প্রথমেই নদীটির দিকে তাকাইয়া দেখিল—ঐ যে তাহার ও ওপারে মুক্তির মধ্য দিয়া ওহিও নদী বহিয়া যাইতেছে।

তখন বসন্তের প্রারম্ভ। নদীটি স্ফীত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ঘোলাজলে বড় বড় তুষারপিণ্ড ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এক জায়গায় তীরভূমি বাঁকিয়া নদীর

মধ্যে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া সেখানকার জলধারাকে সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ফলে, উপর দিকের তুষার-পিণ্ড বাহির হইয়া যাইতে না পারায় একটির পর একটি জমিয়া সমগ্র নদীটিকে একটি অসমতল ভেলার মত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

এলিযা নদীর এই দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। ইহার মধ্য দিয়া খেয়া-নৌকা চালান ত সম্ভব নয়। নদীর ধারে যে সরাইখানাটি ছিল, খেয়া-নৌকার সংবাদ লইবার জন্য এলিযা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামিনী তখন রন্ধনে ব্যস্ত ছিল। এলিযার কোমল ও কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্‌ছ ?"

—"ওপারে যাবার খেয়া এখন পাওয়া যাবে কি ?"

—"না। নৌকা-চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।"

এলিযার বিষণ্ণ মুখ ও কাতর দৃষ্টিতে ব্যথিত হইয়া সে আবার বলিল—"তুমি পারে যেতে চাও ? কারো অসুখ করেছে ? তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন বোধ হচ্ছে।"

—"আমার একটি সন্তান আছে। সে বড় বিপদ্‌গ্রস্ত। কাল রাত্রে খবর পেয়েছি। সেইজন্যে আমি অনেকখানি পথ হেঁটে খেয়া ধরব বলে ছুটে আসছি।"

স্ত্রীলোকটির অন্তরে মাতৃস্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে বলিল—"বড় দুর্ভাগ্যের কথা। তোমার জন্যে বড় দুঃখ বোধ হচ্ছে। সোলোমন—" বলিয়া সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া একটি কালো রঙের কোঠা বাড়ির দিকে তাকাইয়া ডাকিল।

ক্ষণপরেই একটি লোক দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটির সম্মুখের দিকে কোমর হইতে পা অবধি একখানি চামড়ার আচ্ছাদনী ঝুলিতেছে এবং হাত দুইখানিতে নানা রকম ময়লা লাগিয়া আছে।

—"সোলোমন! আমাদের সেই লোকটা ওপারে খেয়া নিয়ে যাবে?"

—"সে বলেছে. সুবিধা হলে চেষ্টা করে দেখব।"

—"একটা লোকের ওপারে যাবার কথা আছে, যদি সুবিধা হয়। সে রাত্রে এখানে খেতে আস্‌বে। তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা কর। তোমার ছেলেটি ত বেশ সুন্দর"—বলিয়া স্ত্রীলোকটি হ্যারির হাতে একখানি কেক দিল।

হ্যারি তখন ক্লান্তিতে কাঁদিতেছিল।

এলিযা বলিল—"বেচারা! ওর হাঁটবার একটুও অভ্যেস নেই, আমি আবার ওকে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়ে এনেছি।"

—"ঐ পাশের ঘরটাতে নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দাও।" বলিয়া স্ত্রীলোকটি একটি কক্ষের কবাট খুলিয়া দিল!

এলিযা যাইয়া সেই কক্ষের শয্যার উপর হ্যারিকে শয়ন করাইয়া তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া অল্পক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরই হ্যারি ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু এলিযার মনে শান্তি নাই। সে তাহার ও তাহার মুক্তির মাঝে ওহিও নদীর উচ্ছৃঙ্খল ও ক্রুদ্ধ ধারাটির দিকে আকুল আগ্রহে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

এদিকে মিঃ শেল্‌বির গৃহে—

মিসেস শেলবি হ্যালেকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার্য্য আনিবার আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তাহা পালিত হইতে বেশ একটু বিলম্ব হইল। ইহাতে অবশ্য মিসেস শেল্‌বি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তাঁহার পরিজনগণও আশা করিতেছিল, যেন এলিযার সন্ধানে যাইতে হ্যালের বিলম্ব হয়। তাহা হইলে এলিযা নির্ব্বিঘ্নে পলাইয়া যাইতে পারিবে।

আহারাদির পর মিঃ শেলবি টমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। টম বৈঠকখানায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মিঃ শেলবি কোমলকণ্ঠে বলিলেন—"টম, আমি এই ভদ্রলোককে একখানা খৎ এই মর্ম্মে লিখে দিয়েছি যে, উনি যখন তোমাকে চাইবেন, তখনই তোমাকে উপস্থিত হতে হবে। না হলে আমাকে হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উনি একটা বিশেষ কাজে আজ এখান থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছেন। কাজেই আজকে তোমার যেখানে খুশী যেতে পার।"

টম বলিল—"ধন্যবাদ!"

হ্যালে বলিল—"সাবধান! কোন রকম শয়তানী করেছ কি তোমার মনিব মারা পড়বেন। আমি খেসারতের পাইটি পর্য্যন্ত ওঁর কাছ থেকে আদায় করব।"

টম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মিঃ শেলবিকে বলিল—"কর্ত্তা, আমি যখন আট বছরের তখন আপনার মা, কর্ত্রী-ঠাকরুণ, আপনাকে আমার কোলে তুলে দিয়েছিলেন। তখন আপনার

বয়স এক বছর হবে। তিনি আপনাকে আমার কোলে দিয়ে বলেছিলেন,—'টম! এই তোমার নূতন মনিব। ওকে যত্ন করো।' এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্য্যন্ত কি আমি কোন কথার নড়চড় করেছি। আপনার মতের বিরুদ্ধে কি কখন যাবার চেষ্টা করেছি?"

মিঃ শেলবির চোখ দুইটি অশ্রু সজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"তুমি সত্য কথাই বলছ। আজ যদি আমি নিরুপায় হয়ে না পড়তাম, তাহলে কেউ তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারত না।"

মিসেস শেলবি বলিলেন—"আমিও বলছি যত শীঘ্র পারি আমিও তোমাকে মুক্ত ক'রে আবার এখানে আনব।"

তারপর—বেলা তখন দুইটা স্যাম ও অ্যানডি ঘোড়া তিনটিকে লইয়া আসিল। তিনটি ঘোড়াই বিশ্রাম করিয়া ও উপযুক্ত আহার পাইয়া বেশ সবল ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে।

হ্যালে তাহার ঘোড়াটির পিঠে উঠিতে উঠিতে স্যামকে বলিল—"তোমার মনিবের কোন কুকুর নেই?"

—"গাদা গাদা কুকুর আছে। ব্রুনো আছে। আমাদের নিগ্রোদের প্রত্যেকেরই একটা করে কুকুরছানা আছে।"

—"সেগুলো কুকুর নয় ইঁদুরের বাচ্ছা।"

—"না কর্ত্তা! তারা গন্ধশুঁকে চোর ধরতে পাকা।"

—"কিন্তু তোমার মনিব পলাতক নিগ্রো খুঁজে বার করবার জন্যে নিশ্চয়ই কোন কুকুর রাখেন না।"

—"কেন ? এই আমাদের ব্রুনো—"

—"চুলোয় যাক ! ঘোড়ায় ওঠ।"

স্থাম গোপনে অ্যানডির গা টিপিল। অ্যানডি হাসিয়া সারা। হ্যালে তাহার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চাবুক চালাইল।

স্থাম গম্ভীর মুখে বলিল—"এই অ্যানডি ! ইয়ারকি করিস্ না। জানিস্ না কত বড় কাজ আমরা করতে যাচ্ছি ?"

তারপর তিনজনে চলিতেছে। মিঃ শেলবির জমির শেষ সীমানায় পৌঁছিলে হ্যালে দৃঢ়স্বরে বলিল—"নদীতে যাবার সোজা পথ যেটা সেটা ধরব।"

স্থাম বলিল—"নিশ্চয়ই। কিন্তু নদীতে যাবার দুটো রাস্তা আছে। একটা খারাপ রাস্তা, একটা ভাল রাস্তা। কোন রাস্তা ধরবেন ?"

অ্যানডি স্থামের দিকে বিস্মিতনেত্রে তাকাইল। কথাটা তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু পরক্ষণেই রহস্যটুকু বুঝিতে পারিয়া বলিল—"হাঁ—হাঁ—দুটো রাস্তা আছে।"

স্থাম বলিল—"আমার মনে হয়, লিযি খারাপ রাস্তা ধরেই গেছে। কেননা, ওপথে সচরাচর লোকজন চলাচল করে না।"

হ্যালে চতুর হইলেও স্থামের কথায় একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল; বলিল—"তোরা যদি মিথ্যেবাদী না হতিস্ !"

অ্যানডি তাহার ঘোড়াটি একটু সংযত করিয়া হ্যালের পিছনে আসিয়া নীরবে এমন হাসিতে লাগিল যে মনে হইল,

সে যে কোন মুহূর্ত্তেই পড়িয়া যাইবে। স্যাম অবশ্য গম্ভীর। সে বলিল—"কর্ত্তার যা ইচ্ছা তাই করবেন। তিনি যদি বলেন, বড় রাস্তা দিয়েই চলুন। আমাদের পক্ষে দুই সমান। তবে আমার মনে হয়, লিযি বড় রাস্তা ধরেই গেছে।"

হ্যালে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"তার পক্ষে নির্জ্জন পথ ধরে যাওয়াই সম্ভব।"

—"মেয়েরা বড় অদ্ভুত হয়। আপনি মনে করেছেন, সে ঐ পথ দিয়ে গেছে, কিন্তু সে করেছে ঠিক তার উল্টো কাজ। আমার ব্যক্তিগত মত—লিযি খারাপ রাস্তাটা ধরেই গেছে। অতএব আমাদের ভাল রাস্তা ধরেই যাওয়া উচিত।"

—"আমি খারাপ রাস্তা ধরব। কতক্ষণে সে রাস্তাটায় গিয়ে পড়তে পারব ?"

—"এই ত একটু আগে গিয়ে। কিন্তু আমার মনে হয়, খারাপ রাস্তা ধরে আমাদের যাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া পথটা নির্জ্জন, আমরা পথও হারিয়ে ফেলতে পারি। তাহলে কি যে হবে, ভগবানই জানেন।"

—"তাহোক! আমি খারাপ রাস্তা ধরেই যাব।"

—"কিন্তু আমি শুনেছি পথটার মাঝে মাঝে বেড়া দেওয়া আছে। তাই নয় অ্যানডি ?"

অ্যানডি একটু মুস্কিলে পড়িল,—সে হাঁ কি না বলিবে বুঝিতে পারিল না। সেজন্য সে এমন দুই-একটি শব্দ করিল, যাহাতে হাঁ বা না দুই-ই বুঝাইতে পারে।

হ্যালে তাহা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। কিন্তু পথ খারাপ বলিয়া দ্রুত ঘোড়া ছুটাইতে পারে না।

এমনই করিয়া ঘণ্টাখানেক চলিবার পর তাহারা একটি কৃষকের গৃহে গিয়া পৌছিল। গৃহখানি নামাল জমির উপর। সেজন্য তাহাদের নামিয়া যাইতে হইল। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া দেখে, কেহ কোথাও নাই। তবে এটুকু বুঝা গেল, তাহাদের আর সোজা যাইবার উপায় নাই, সে পথ সেখানেই শেষ হইয়াছে।

স্যাম বলিল—"হুজুরকে আমি এ কথা বলি নি? আমরা এই অঞ্চলে জন্মেছি। এখানকার পথ-ঘাট আমাদেরই ভাল জানা আছে।"

হ্যালে ধমক দিল—"এই শয়তান! তুই জেনে-শুনে আমাকে এ পথে এনেছিস্।"

—"হুজুর আমার কথা ত বিশ্বাস করেন নি। আমি হুজুরকে বলেছিলাম, পথটা বন্ধ হয়ে গেছে, এর মাঝে মাঝে বেড়া দেওয়া, আমরা যেতে পারব না। অ্যানডিও ত আমার কথা শুনেছে।"

কথাগুলি এক রকম সত্য। হ্যালে অগত্যা ক্রোধসংবরণ করিয়া তাহাদের দুইজনের সহিত রাজপথের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। পথে এই ভাবে বিলম্ব হওয়ায় ওহিও নদীর ধারে সেই গ্রামের সরাইয়ের একটি কক্ষে এলিযা হ্যারিকে ঘুম পাড়াইবার প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা পরে হ্যালে সদলে সেখানে উপস্থিত

হইল। এলিযা কক্ষটির জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অন্য দিকে তাকাইয়া ছিল। স্যামের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। সে ছিল সকলের আগে; তাহার হাত চার-পাঁচ পিছনে ছিল, হ্যালে ও অ্যানডি। স্যাম এলিযাকে দেখিয়াই তাহার মাথার তালপাতার টুপিটি কৌশলে ফেলিয়া দিয়া হঠাৎ এমন একটা চীৎকার করিয়া উঠিল যে, এলিযা চমকিত হইয়া নিমেষে সেখান হইতে সরিয়া গেল। আর, তাহারা তিনজনেও সেই মুহূর্ত্তে জানালার ধার দিয়া তীরবেগে সরাইয়ের সম্মুখের দরজার দিকে চলিয়া গেল।

এলিযার দেহে তখন অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সে যে কক্ষে ছিল, তাহার একটি দরজা নদীর দিকে। সে হ্যারিকে কোলে তুলিয়া সেই দরজা দিয়া বাহির হইয়া নদীর দিকে ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে সে নদীর পাড়ের নীচে অদৃশ্য হইবার সময় হ্যালেও তাহাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইল। দেখামাত্র সেও এক লাফে ঘোড়া হইতে নামিল এবং স্যাম ও অ্যানেডিকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেইদিকে ছুটিল। তাহার ভাবে বোধ হইল, যেন একটা হরিণীর পিছনে একটি ক্রুদ্ধ কুকুর ছুটিয়াছে।

এলিযা ছুটিতেছে। তাহার পা দুইখানি তখন যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে—মাটিতে তাহারা পড়ে কি না পড়ে! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে জলের কিনারায় আসিয়া পড়িল। তাহার পিছনেই হ্যালে, স্যাম ও অ্যানডি। হঠাৎ এলিযা ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাঙা হইতে কিছুদূরে নদীর উচ্ছৃঙ্খল ধারায় ভাসমান একটি তুষার-পিণ্ডের দিকে লাফ দিল! কোন প্রকৃতিস্থ

ব্যক্তি অবশ্য তাহা করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু এলিযা তখন মানসিক স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়া মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। হ্যালে, স্যাম ও অ্যান্ডি তীরে দাঁড়াইয়া তাহার কাণ্ড দেখিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

এদিকে এলিযার পদভরে তুষারপিণ্ডটি হঠাৎ ঘুরিয়া গেল। কিন্তু এলিযা তাহার উপর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, চীৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আর একটি তুষার পিণ্ডের উপর লাফাইয়া গেল। সেখান হইতে আবার আর একটির উপর—এমনই করিয়া লাফাইয়া, পিছলাইয়া, ডিঙ্গাইয়া সে এক তুষার-পিণ্ড হইতে আর এক তুষার-পিণ্ডের উপর দিয়া ওপারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার পা হইতে জুতা খুলিয়া গিয়াছে, মোজা ছিঁড়িয়া পা কাটিয়া গিয়াছে। তাহার চলার পথে রক্তের ছাপ পড়িতেছে। সে চোখেও দেখিতেছে না, কিছু অনুভবও করিতেছে না—যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়া চলিয়াছে এবং সেই অবস্থায়ই অস্পষ্টভাবে দেখিল, কে যেন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে ডাঙায় টানিয়া লইল।

—"তুই যেই হোস্ না, বড় সাহসী মেয়ে"—বলিয়া লোকটি একটি কঠিন শপথ করিল।

এলিযা লোকটির কণ্ঠস্বর ও মুখখানি চিনিতে পারিল। মিঃ শেলবির গৃহের নিকটেই এক সময় ইহারও জমি-জমা ছিল।

সে বলিল—"মিঃ সাইম্‌স্! আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—কোথাও লুকিয়ে রাখুন।"

লোকটি বলিলেন—"কি ব্যাপার! এ যে দিখছি শেলবির সেই দাসীটা।"

—"আমার সন্তান, এই ছেলেটাকে—মিঃ শেলবি বেচে দিয়েছেন। ঐ এর মনিব দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ সাইম্‌স্, আপনারও ত এই রকম একটি ছেলে আছে!"

—"হাঁ আছে। তা ছাড়া তুমি খুব সাহসী মেয়ে। যেই হোক্ না, সাহসীকে আমি পছন্দ করি।"

তারপর তাহারা নদীর পাড়ের উপর উঠিতেই লোকটি দাঁড়াইলেন এবং ক্ষণপরে বলিলেন—"তোর জন্যে আমি কিছু করতে পারলে সুখী হব, কিন্তু আমার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তোকে নিয়ে যেতে পারি। তুই এক কাজ কর্। ঐখানে যা। সেই তোর সব চেয়ে ভাল হবে।"

সম্মুখে একখানি গ্রাম ছিল। গ্রাম হইতে কিছু দূরে একখানি সাদা রঙের বাড়ি দেখা যাইতেছিল। মিঃ সাইম্‌স বাড়িখানি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলেন। তারপর আবার বলিলেন—"ওরা লোক ভাল। তোকে সাহায্যও করবে; তোর কোন ভয় নেই। এরকম কাজে ওরা অভ্যস্ত।"

এলিযা বলিল—"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

—"আরে মঙ্গলকামনার দরকার নেই—একটুও দরকার নেই। আমি তোর কোন উপকারই করি নি।"

—"মিঃ সাইম্‌স! আমার কথা কাউকে বলবেন না!"

—"তোর মাথায় বাজ পড়ুক। আমায় তুই কি ভেবেছিস্? লক্ষী মেয়ের মত চলে যা। তুই তোর স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছিস্। তুই স্বাধীনই থাকবি। যা-যা"—

এলিযা হ্যারিকে বুকে জড়াইয়া দ্রুতপদে সেই বাড়িখানির দিকে চলিয়া গেল।

লোকটি তাহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন—"শেলবিও হয়ত আমার কোন দাসীকে এই ভাবেই সাহায্য করবে। তা করুক। আমি পরের জন্যে কারো ওপর অত্যাচার করতে পারব না।"

হ্যালে নদীপারে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। এলিযা তীরের গাছ-পালার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেই সে স্যাম ও অ্যানডির দিকে তাকাইল।

স্যাম বলিল—"কাজটা ভারী চমৎকার ভাবে করলে ত!"

হ্যালে বলিল—"মেয়েটার ভেতর সাতটা শয়তান আছে। বিড়ালের মত লাফে লাফে ও এই ভয়ঙ্কর নদীও পার হয়ে গেল!"

স্যাম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"হুজুর! ঐ রাস্তাটা দিয়ে এসেছিলাম বলে আমাদের ক্ষমা করবেন।" বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল।

হ্যালে এক ধমক দিল—"হাসছিস্?"

—"হুজুর! ক্ষমা করবেন। লিযি কি রকম লাফে লাফে এক তুষারপিণ্ড থেকে আর এক তুষারপিণ্ডে উঠে নদী পার হয়ে

হ্যালের মনে হইল, তাহার খারাপ রাস্তাটি ধরিয়াই যাওয়া উচিত। কেননা, স্যামের মুখ দিয়া প্রথমে ঐ রাস্তাটির কথাই বাহির হইয়াছিল। পরে সে তাহার কথা ঘুরাইবার জন্য বার বার ভাল রাস্তাটির গুণ ও খারাপ রাস্তাটির দোষ বর্ণনা করিতেছে। কাজেই কিছুদূর গিয়া স্যাম সম্মুখের দিকে খারাপ রাস্তাটি দেখাইতেই হ্যালে সেই দিকে দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া দিল, স্যাম ও অ্যানডি তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

এই রাস্তাটি সত্যই অতি পুরাতন। পূর্ব্বে ইহাই নদী পর্য্যন্ত যাইবার পথ ছিল বটে, কিন্তু বহু বৎসর হইল, পরিত্যক্ত হওয়ায় কৃষকগণ ইহার মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া ও জুলি কাটিয়া রাখিয়াছে। স্যাম ইহা জানিত কিন্তু অ্যান্‌ডি জানিত না। স্যাম অনুগত ভৃত্যের মত হ্যালের অনুসরণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে কেবল বলিতে লাগিল—"কি বিশ্রী রাস্তা। জেরীর একখানা পায়ে ব্যথা।"

হ্যালে বলিল—"খবরদার! আমি তোদের চিনি! তোরা কিছুতেই আমাকে এই পথ থেকে ফেরাতে পারবি না। কাজেই চুপ-চাপ চল্।"

—"হুজুরের যা ইচ্ছা।" স্যাম কথাগুলি অতি বিনয়ের সঙ্গে বলিয়া অ্যানডিকে চোখ টিপিল।

অ্যানডি আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না।

স্যাম মাঝে মাঝে বলিয়া উঠে—"ঐ যে কার বনেট দেখা যাচ্ছে!"; "ঐ খাদটার মধ্যে লিযিকে দেখা যাচ্ছে না?"

গেল! কি লাফ! বাপরে বাপ্‌” বলিয়া স্যাম ও অ্যানডি এমন হাসিতে লাগিল, যে তাহাদের চোখে জল আসিল।

—“দাঁড়া তোদের হাসি দেখাচ্ছি—” বলিয়া হ্যালে তাহাদের মাথার উপর চাবুক তুলিতেই দুইজনে মাথা নীচু করিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ঘোড়ায় উঠিল।

স্যাম বলিল—“হুজুর, সেলাম!—বাড়িতে কর্ত্রীঠাকুরণ এতক্ষণ ভাবছেন। আমাদের আর এখন আপনার দরকার নেই। চললাম”—বলিয়া সে অ্যানডির পাঁজরে একটা খোঁচা মারিল। তারপর দুইজনে উচ্চৈস্বরে হাসিতে হাসিতে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। তাহাদের হাসি ও ঘোড়ার পায়ের শব্দ অস্পষ্ট ভাবে বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

এলিয়া যখন নদী পার হইয়া যায়, তখন সন্ধ্যা নামিতেছে। নদীবক্ষ হইতে ধীরে কুয়াশা উঠিয়া, সে তীরে কিছুদূর যাইতেই তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

হ্যালে উচ্ছৃঙ্খল ও তুষারশিলাপূর্ণ নদীধারার দিকে তাকাইয়া ভাবিল, এই বাধা অতিক্রম করিয়া এলিয়াকে অনুসরণ করা বৃথা। সে অগত্যা গ্রামের সরাইখানাটির দিকে অগ্রসর হইল এবং সেখানে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরে তাহার কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম, টম লকার। তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি।

হ্যালের অনুরোধে এবং অর্থের বিনিময়ে তাহারা এলিযাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। হ্যালের এই সকল বন্ধু অবশ্য মনুষ্যত্বের ধার ধারে না। তাহারা এক রকম বেপরোয়া। অর্থের বিনিময়ে তাহারা যে কোন কাজই করিতে পারে। তাহাদের আকৃতিও দুষমনের মত।

হ্যালে তাহার বন্ধুদের লইয়া যখন পরামর্শে ব্যস্ত সে সময় স্যাম ও আন্ডি গৃহে পৌঁছিয়া মিসেস শেলবির নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিতেছিল। মিসেস্ শেলবি স্থির হইয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি ও মিঃ শেলবি স্যামকে হ্যালের সহিত চাতুরী করায় মৃদু ভৎসনা করিলেন। তারপর মিসেস্ শেলবি তাহাদের জন্য মাংসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ওদিকে ওহিওনদীপারে—

মিঃ সাইম্‌স্ যে গৃহখানি এলিযাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহার মালিক যুক্তরাষ্ট্র-সেনেটের একজন সভ্য। তাঁহার নাম, মিঃ বার্‌ড।

সম্প্রতি সেনেটে দাস-দাসীরা তাহাদের প্রভুর গৃহ হইতে পলাইয়া গেলে তাহাদের এবং যাহারা তাহাদের পলায়নে সাহায্য করিবে সেই সঙ্গে সেই সাহায্যকারীদেরও যাহাতে কঠোর শাস্তি হয়, এই মর্ম্মে একটি আইন পাসের জন্য তিনি বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতায় বিপক্ষীয়েরা সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছিল।

মিঃ বার্‌ডের স্ত্রী অবশ্য স্বামীর এই কার্য্য সমর্থন করিতে পারেন নাই। সেই বিষয় লইয়া স্বামীর সহিত তখন তিনি আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—"মনে কর, এই শীতের রাতে একজন শীতে, ক্ষুধায়, ভয়ে, পথশ্রমে কাতর হয়ে এখানে একটু আশ্রয়ের আশায় এল। সে পলাতক ব'লে তুমি তাকে তাড়িয়ে দেবে? দেবে কি?"

মিঃ বার্‌ড অবশ্য সে কথার কোন পরিষ্কার উত্তর দিতে পারিলেন না।

মিসেস বার্‌ড্ আবার বলিলেন—"সত্যই আমার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়—তুমি কি কর। মনে কর, ভয়ঙ্কর তুষার ঝড় বইছে, এমন সময় একটা পলাতক স্ত্রীলোক তোমার দরজার আশ্রয়ের জন্য এল। তাকে নিশ্চয়ই তুমি তখনই দূর করে

দেবে অথবা জেলে পাঠাবে ? পাঠাবে না ? তুমি নিশ্চয়ই তাতে খুব তৎপর হয়ে উঠ্‌বে।"

—"অবশ্য এ খুবই কঠোর কর্ত্তব্য।"

—"কর্ত্তব্য ! ও কথাটা ব্যবহার করো না। তুমি জান, ওটা 'কর্ত্তব্য' নয় ; 'কর্ত্তব্য' হতে পারে না। অন্ততঃ পক্ষে আমি নিজে সে হতভাগ্যদের আমাদের দরজা থেকে দূর করে দেব না, তোমাদের আইনে আমার বিরুদ্ধে যত কঠোর ব্যবস্থাই থাক।"

এই সময় বৃদ্ধ ভৃত্য কাডজো আসিয়া বলিল—"কর্ত্রী যদি একবার রান্নাঘরে আসেন।"

মিসেস বার্ড তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত চলিয়া গেলেন ; মিঃ বার্ডও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই মিসেস বার্ডের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"জন ! জন ! একবার এদিকে আসবে কি ?"

মিঃ বার্ড অবিলম্বে রন্ধনশালার দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখান হইতে ভিতর দিকে তাকাইয়া যে দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন, একটি কৃশাঙ্গী নারী দুইখানি চেয়ারের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার পোষাক ছিন্ন, এক পায়ে জুতা নাই, মোজাটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং পায়ের ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিতেছে। নারীটির মুখশ্রী দেখিয়াই তাহাকে নিগ্রোবংশসম্ভূতা বলিয়া তাঁহার চিনিতে বিলম্ব হইল না। কিছুদূরে বৃদ্ধ কাডজো একটি শিশুকে জানুর উপর বসাইয়া তাহার পা হইতে জুতা-মোজা

খুলিয়া পায়ের তলায় উষ্ণতা আনিবার জন্য তাহা হাত দিয়া ঘষিতেছে।

মিঃ বার্ডের একমাত্র নিগ্রো-দাসী ডিনা স্নেহমাখা সুরে বলিল—"মেয়েটা গরমে মূর্চ্ছা গেছে। ও এখানে এসেই বললে, একটু আগুন পোহাতে পারব কি? তারপর আগুন পোয়াতে পোয়াতে হঠাৎ মূর্চ্ছা গেল।"

ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটি ধীরে চক্ষু মেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে মিসেস বার্ডের দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন—"বেচারী!"

তারপরই স্ত্রীলোকটির মুখের আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; সে সভয়ে বলিয়া উঠিল—"আমার হ্যারিকে তারা নিয়ে গেছে কি?"

শিশুটি তৎক্ষণাৎ কাডজোর জানুর উপর হইতে এক লাফে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া স্ত্রীলোকটির গলা জড়াইয়া ধরিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল—"এই যে সে।"

তারপর মিসেস বার্ডের দিকে তাকাইয়া উন্মাদের মত বলিয়া উঠিল—"আমাদের রক্ষা করুন। এই ছেলেটাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবেন না।"

মিসেস বার্ড উৎসাহমাখা সুরে বলিলেন—"এখানে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভয় নেই।"

—"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।" বলিয়া স্ত্রীলোকটি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মিসেস বার্ড তাহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করিলেন। আগুনের কাছেই তাহার জন্য একটি শয্যা পাতিয়া দেওয়া হইল। সে শিশুটিকে লইয়া তাহার উপর শুইল এবং মা ও শিশু পরস্পরের গলা জড়াইয়া অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

মিসেস বার্ড ও মিঃ বার্ড ইতিমধ্যে বৈঠকখানায় চলিয়া গিয়াছিলেন। মিসেস বারড শেলাই করিতেছিলেন। মিঃ বার্ড খবরের কাগজের দিকে চোখ রাখিয়া বসিয়াছিলেন। কাগজখানি পাশে রাখিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন—"বুঝতে পারছি না স্ত্রীলোকটি কি ও কে?"

মিসেস বার্ড বলিলেন—"ঘুম থেকে উঠে একটু সুস্থ হলে জিজ্ঞাসা করব।"

—"আচ্ছা শুনছ!"

—"কি?"

—"আচ্ছা ও কি তোমার কোন পোষাক পরতে পারে না? তবে মেয়েটা তোমার চেয়ে কিছু লম্বা।"

মিসেস বার্ডের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিলেন—"আচ্ছা দেখব।"

ক্ষণিক পরে মিঃ বার্ড আবার বলিলেন—"ওকে সেই আলখাল্লার মত পোষাকটা দেওয়া যায় না কি, যেটা আমার জন্যে তুলে রেখেছ? মেয়েটার পোষাকের দরকার।"

এই কথাবার্তার মধ্যে ডিনা আসিয়া বলিল, মেয়েটি ঘুম হইতে উঠিয়াছে, তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে চায়।

তাঁহারা দুইজনে তৎক্ষণাৎ রন্ধনশালার দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গেল, তাঁহাদের বড় দুইটি পুত্র; ছোটটি তখন ঘুমাইতেছিল।

স্ত্রীলোকটি তখন শয্যার উপর বসিয়া একদৃষ্টিতে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকাইয়া হতাশের মত বসিয়াছিল।

মিসেস বার্‌ড রন্ধনশালায় পৌঁছিয়া কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমাকে ডাকছিলে? এখন কেমন বোধ করছ?"

স্ত্রীলোকটি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এমন কাতরদৃষ্টিতে মিসেস বারডের দিকে তাকাইল যে, তাঁহার চোখে জল আসিল।

তিনি বলিলেন—"তোমার ভয় নেই বাছা। আমরা তোমার বন্ধু। তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ, কি চাও বল।"

—"আমি কেনটাকি থেকে আস্‌ছি।"

অতঃপর মিঃ বার্‌ডই প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন—"কখন?"

—"আজ রাত্রে।"

—"কি করে এলে?"

—"বরফের ওপর দিয়ে।"

সকলে সভয়ে বলিয়া উঠিল—"বরফের ওপর দিয়ে!"

—"হাঁ। ভগবান আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তারা আমার পিছনে আসছিল। ও-ভাবে আসা ছাড়া পালাবার আর পথ ছিল না।"

কাডজো বলিল—"কি ভয়ানক কথা! এখন বরফের চাপ-গুলো ভাঙছে, ঘুরছে, ওল্টাচ্ছে।"

স্ত্রীলোকটি উন্মাদের মত বলিল—"আমি জানি তা—জানি। তবুও এসেছিলাম। আমি যে পার হয়ে আস্‌তে পারব, সে ধারণা আমার ছিল না; তবুও আমি পশ্চাৎপদ হই নি। ভগবান আমাকে সাহায্য করেছিলেন। লোকে জানে না যে চেষ্টা করলে ভগবান কত সাহায্য করেন—।" স্ত্রীলোকটির চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মিঃ বার্‌ড আবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—"তুমি কি ক্রীতদাসী?"

—"হাঁ মহাশয়। আমি কেনটাকির একজন অধিবাসীর ক্রীতদাসী।"

—"তিনি কি নিষ্ঠুর ছিলেন?"

—"না। বড় দয়ালু মনিব ছিলেন।"

—"তোমার মনিবের স্ত্রীও?"

—"হাঁ, মশায়! তিনি বড় ভাল ব্যবহার করতেন।"

—"তবে তুমি তাঁদের আশ্রয় ছেড়ে এই বিপদে কেন ঝাঁপ দিলে?"

স্ত্রীলোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিসেস বার্‌ডের দিকে তাকাইল। তিনি যে গভীর শোকের চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, তাহা তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। সে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"মা! আপনার কোন সন্তানকে কি কখন হারিয়েছেন?"

মাত্র মাস খানেক পূর্ব্বে মিসেস বারডের একটি পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। সে জন্য প্রশ্নটি তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সহসা আঘাত দিল।

মিঃ বার্ডও মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। মিসেস বারডের চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"কেন একথা জিজ্ঞাসা করছ? আমি একটি শিশুকে হারিয়েছি।"

—"তাহলে আপনি আমার বেদনা বুঝতে পারবেন। আমি দুটিকে হারিয়েছি—একটির পর একটি করে। যেখান থেকে আমি আসছি, তাদের দুটিকে সেখানে সমাধিস্থ করেছি—এখন এই সন্তানটি আমার সম্বল। এই আমার শোকে সান্ত্বনা, আমার গর্ব্বের বস্তু। একে ছাড়া একটি রাতও আমি কখনও ঘুমোতে পারি নি। কিন্তু এটিকেও তারা একটি লোকের কাছে বিক্রয় করেছিল। একথা জানতে পেরে ছেলেটাকে বুকে নিয়ে আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসছি। আমার পেছনে তাড়া করেছিল, সেই ব্যবসায়ীটা আর আমার মনিবের জন দুই ক্রীতদাস। আমি ছুটছিলাম, তারাও ছুটছিল। ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমি নদীর জলে বরফের ওপর লাফিয়ে পড়ি। তার পর কি করে যে নদী পার হয়ে আসি জানি না, তবে একটুকু জানি যে এপারে একটি লোক আমাকে ডাঙায় টেনে তুলেছেন।"

স্ত্রীলোকটির কথায় সকলের চোখ জলে ভরিয়া গেল; এমন কি, মিঃ বার্ডের বালক পুত্র দুইটিও চোখের জল মুছিতে

লাগিল। মিঃ বার্ড অবশ্য চোখের জল গোপন করিবার জন্য জানালার কাছে সরিয়া গিয়া মুখ ফিরাইয়া রুমালে চশমা মুছিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ বার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তুমি কি জন্যে বলছ, তোমার মনিবরা খুব দয়ালু ছিলেন ?"

—"তিনি ও তাঁর স্ত্রী সত্যই দয়ালু। কিন্তু দেনার দায়ে আমার মনিব বাধ্য হয়ে আমার ছেলেটিকে বিক্রয় করেছেন। মনিব-পত্নী তাতে অনেক আপত্তি করেছিলেন ; কিন্তু উপায় ছিল না। এই ছেলেটিকে যদি ব্যবসায়ীরা নিতে পারত, তাহলে আমি বাঁচতাম না।"

—"তোমার স্বামী নেই ?"

—"হাঁ ; কিন্তু সে আর একটি লোকের ক্রীতদাস। তারও মনিব তার ওপর বড় দুর্ব্যবহার করে। তাকে শাসিয়ে রেখেছে, শীঘ্রই দক্ষিণ দেশে তাকে বিক্রয় করে দেবে। যতদূর মনে হয়, তাকে আমি আর দেখতে পাব না।"

মিসেস বার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোথায় যেতে চাও ?"

—"কানাডা, যদি জায়গাটা কোথায় জানতে পারতাম। কানাডা কি অনেক দূর ?"

—"বেচারী !"

—"জায়গাটা কি অনেক দূর, কি বলেন ?"

—"তুমি যতদূর ভাবছ, তার চেয়েও অনেক দূর, বাছা। তবে ভেবে দেখা যাক, তোমার বিষয় কি করতে পারি। ডিনা,

ওর জন্যে তোমার ঘরে একটা বিছানা করে দাও। কাল সকালে একটা ব্যবস্থা করব।" বলিয়া মিসেস বার্ড তাঁহার স্বামীর সহিত বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ বার্ড বলিলেন—"শুনছ! ওকে আজ রাত্রেই এখান থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে হবে। সে লোকটা নিশ্চয়ই কাল সদল-বলে এখানে আস্‌বে। মেয়েটাকে লুকিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু ওর ঐ ছেলেটা। ওটা ঠিক এখান-ওখান দিয়ে উঁকি দেবে, তখনই মুস্কিল। কাজেই ওকে আজই রাত্রে সরিয়ে ফেলা দরকার।'

—"এই রাতে? কি করে সম্ভব? কোথায়?"

—"সে সব আমার জানা আছে" বলিয়া মিঃ বার্ড বাহির হইবার জন্য পায়ে বুট জুতা পরিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে, দৃষ্টিতে, কথায় প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষণপরে আবার বলিলেন—"ভ্যান ট্রোম নামে আমার একজন মক্কেল আছে! লোকটা কেনটাকি থেকে এসেছে, তার যত ক্রীতদাস-দাসী ছিল, সে সকলকে মুক্তি দিয়েছে। সে একটা জায়গা কিনেছে, এখান থেকে সাতমাইল দূরে, পাহাড়ের ওধারে জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে যদি মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে আর ভয় থাকবে না। কেননা সেদিকে সচরাচর কেউ যায় না। তবে একটা মুস্কিল এই যে, সেখানে এই রাতে এক আমি ছাড়া আর কেউ গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে না।"

—"কেন পারবে না? কাড্‌জো ভাল গাড়ি চালাতে পারে।"

—"সে পথ বড় ভয়ঙ্কর। খানা, বাঁক, চড়াই-উৎরাই ভেঙে যেতে হয়। আমি ওপথে বহুবার ঘোড়ায় চড়ে গেছি। তাই আমি ওপথের সব জানি। একটু ভুল হলেই মৃত্যু। কাজেই আমাকেই যেতে হবে। কাড্‌জো রাত বারোটার সময় খুব গোপনে গাড়ি জুতবে, আমি তখন মেয়েটাকে নিয়ে যাব। তারপর ব্যাপারটা গোপন করবার জন্যে অন্য পথ দিয়ে বাড়ি আসব। ফিরতে আমার বেলা হবে।"

তারপর পরামর্শমত সেই রাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিঃ বার্ড স্ত্রীলোকটি ও তাহার পুত্রটিকে লইয়া যাত্রা করিলেন। শীতকাল। তাহার উপর অন্ধকার ও কর্দ্দমাক্ত পথ। বহু কষ্টে, বহু কৌশলে গাড়ি চালাইয়া, একবার একটি দুর্ঘটনা হইতে কোন রকমে রক্ষা পাইয়া মিঃ বার্ড গন্তব্যস্থলে গিয়া পৌছিলেন।

ভ্যান ট্রোম লোকটি যেমন দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ, তাহার হৃদয়ও তেমনই প্রশস্ত।

মিঃ বার্ড স্ত্রীলোকটি ও তাহার পুত্রটিকে অর্থাৎ আমাদের এলিযা ও হ্যারিকে দেখাইয়া ট্রোমকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "এদের ধরবার জন্যে লোক আসছে নিশ্চয়। তুমি এদের রক্ষা করবে কি?"

—"আমার ত তাই মনে হয়। যদি তারা আসে আমি তাদের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। আমার সাতটা ছেলে

আছে। তারাও প্রত্যেকে ছ-ফুট করে লম্বা। যদি লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হয়, তাদের আমার সেলাম দেবেন।"

—"ধন্যবাদ! আমি চল্লাম।"

—"চলুন আমিও আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।"

তারপর দুইজনে চলিতে চলিতে যখন, পথের একজায়গায় পৌঁছিয়া পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, তখন মিঃ বার্ড তাহার হাতে একখানি দশডলারের নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—"ঐ মেয়েটার জন্যে।"

টমকাকার বাসগৃহের জানালাপথে বাহিরের দৃশ্যের কিছু দেখা যাইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মলিন প্রভাতবেলা, ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

কক্ষে আন্ট্ ক্লো টমের পোষাকগুলি গুছাইয়া ট্রাঙ্কে সাজাইয়া দিতেছে। মাঝে মাঝে সে হাত দিয়া তাহার চোখে উদ্গত অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিতেছে। আজ টম, তাহার স্বামী, চিরদিনের জন্য—হাঁ চিরদিনের জন্যই—তাহাদের সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

টম কোলের উপর একখানি বাইবেল রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।

তাহাদের ছেলে-মেয়েরা তখনও ঘুমাইতেছে।

টম ধীরে তাহাদের ছেলে-মেয়েদের শয্যার কাছে গিয়া করুণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিল—"এই শেষ!"

ক্লো আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, টেবিলের উপর বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

টম তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নিজের বেদনাকে অন্তরে চাপিয়া বলিল—"এখানে যে ভগবান আছেন, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানেও তিনি আছেন, ক্লো। কেবল আমাকেই বিক্রয় করা হয়েছে। তোমরা সকলে এখানে নিরাপদে থাক্‌বে। যা কিছু ঘটবে, তার ফল ভোগ করব আমিই, আমি জানি জগদীশ্বর আমাকে বিপদে সাহায্য করবেন।"

কিছুক্ষণ পরে ছেলে-মেয়েরা ঘুম হইতে উঠিল। আন্ট্-ক্লোকে মিসেস শেলবি সেদিন সকালে ছুটি দিয়াছিলেন।

আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্লো টমকে আহার্য্য দিয়া বলিল—"আর হয়ত এ জীবনে তোমাকে খাওয়াতে পারব না।"

টম আহার করিতে বসিল বটে কিন্তু তাহার ক্ষুধা নাই। একরূপ না খাইয়াই সে উঠিয়া পড়িল।

আহার্য্যগুলি শেষ করিল, তাহাদের ছেলে-মেয়েরা। তাহারা অবশ্য ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারে নাই। তাহারা আহার্য্যের প্রাচুর্য্য ও পারিপাট্য দেখিয়া চাঞ্চল্য ও আনন্দ প্রকাশ করিতেই ক্লো বলিল—"তোরা আনন্দ কর্। তোদেরও প্রত্যেকের জীবনে একদিন এই রকম দুঃসময় আস্‌বে। তোদের কারো স্বামী, কারো ছেলে, কারো মেয়েকে বা তোদেরও প্রত্যেককে বিক্রয় করে দেবে।"

এমন সময় ছেলেদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"মিসেস শেলবি আস্‌ছেন।"

ক্লো বলিল—"তিনি কিছুই করতে পারবেন না, কেন আস্‌ছেন?"

মিসেস শেলবি কক্ষে প্রবেশ করিলে, ক্লো তাঁহার জন্য একখানি চেয়ার পাতিয়া দিল। তাহার ব্যবহার কিছু রুক্ষ। কিন্তু মিসেস শেলবি তাহা লক্ষ্য করিলেন না, তাঁহার অন্তর ভারাক্রান্ত। তিনি বলিলেন—"টম! আমি এসেছি—" কিন্তু কথাগুলি আর শেষ করিতে পারিলেন না, অশ্রুভার

তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ক্লোরও চোখ ফাটিয়া জল আসিল, টমও আর নিজকে সংযত করিতে পারিল না, কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মিসেস শেলবি বলিলেন—"টম! তোমাকে এখন কিছু আমি দিতে পারি না, যদি আমি তোমাকে টাকা দিই, তাহলে তা কেড়ে নেবে। কিন্তু আমি ভগবানকে সাক্ষী করে বলছি, তুমি যেখানেই যাওনা কেন, আমি তোমার সন্ধান রাখব এবং আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হলেই তোমাকে ফিরিয়ে আনব।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে ছেলেরা বলিল, "মিঃ হ্যালে আস্‌ছেন্‌।"

ঠিক তখনই পদাঘাতে কবাট খুলিয়া বীরদর্পে হ্যালে কক্ষে প্রবেশ করিল। একে এলিযাকে ধরিতে পারে নাই, তাহার উপর সে গত রাত্রে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছে। সেজন্য তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া আছে। সে রুক্ষস্বরে বলিল—"এই নিগার, প্রস্তুত হয়েছিস্‌।" তারপর মিসেস শেলবিকে দেখিয়া টুপি খুলিয়া একটা শুষ্ক অভিবাদন করিল।

টম প্রস্তুত ছিল। সে উঠিয়া ট্রাঙ্কটি কাঁধে তুলিয়া নম্র ভৃত্যের মত হ্যালের অনুসরণ করিতে লাগিল। অদূরে গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। টমের সঙ্গে চলিলেন মিসেস শেলবি, ক্লো ও তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরা। গাড়ির কাছে, অন্যান্য ভৃত্যেরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

হ্যালে তাহাদের মধ্য দিয়া গাড়ির দিকে অগ্রসর হইল এবং গাড়ির নিকট পৌঁছিয়া টমকে বলিল—"ওঠ্‌।"

টম গাড়িতে উঠিলে বসিবার আসনের তলা হইতে দুইটি লৌহবেড়ি বাহির করিয়া হ্যালে সে দুটি টমের পায়ে পরাইয়া দিল। তাহার এই কার্য্যে উপস্থিত সকলেই মনে আঘাত পাইল। মিসেস্ শেলবি বারান্দা হইতে বলিলেন—"মিঃ হ্যালে, আমি আপনাকে এই ভরসা দিতে পারি যে, আপনার সাবধানতা অবলম্বনের আবশ্যক নেই।"

—"কি জানি! এখান থেকে একবার পাঁচ শ' ডলার হারিয়েছি। আর বিপদে পড়তে চাই না।"

টম ক্লোকে বলিল—"মাষ্টার জর্‌জের সঙ্গে দেখা হল না, মনে বড় দুঃখ রইল।"

মিঃ শেলবিও প্রত্যুষে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

যাহা হউক, উপস্থিত সকলকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া মিঃ শেলবির পুরাতন ও বিশ্বস্ত ক্রীতদাস টম প্রিয়জনবিচ্ছেদ-বেদনা অন্তরে চাপিয়া অচেনা দেশের পথে যাত্রা করিল।

ধূলিধূসরিত পথে গাড়িখানি সশব্দে ছুটিয়া চলিতেছে। পথের দুইধারে টমের চিরপরিচিত গাছপালা ও কত শত সামগ্রী পড়িয়া রহিল। ক্রমে গাড়িখানি মিঃ শেলবির জমি পিছনে ফেলিয়া রাজপথে গিয়া উঠিল। তারপর এক মাইল দূরে একটি লৌহকারের দোকানের সম্মুখে পৌঁছিলে হ্যালে গাড়ি থামাইয়া এক জোড়া হাতকড়া বাহির করিয়া লৌহকারকে বলিল—"এটা একটু বাড়িয়ে দাও। ঐ লোকটার কব্জি দুটো চওড়া, পরানো যাবে না।"

লৌহকার বলিল—"ও যে দেখ্ছি শেলবির টম। ওকে নিশ্চয়ই বিক্রয় করে নি?"

—"হাঁ, করেছে।"

—"কে এ কথা ভাবত! কিন্তু ওকে হাতকড়া পরাবার দরকার নেই। ওর মত ভাল লোক—"

—"রাখ বাপু। তোমাদের ভাল লোকেরাই পালিয়ে যায়।"

টম দোকানের বাহিরে বিষণ্ণ মুখে বসিয়াছিল। হঠাৎ সে ঘোড়ার পয়ের শব্দ শুনিতে পাইল। তারপর ব্যাপারটি বুঝিবার পূর্ব্বেই মাষ্টার জর্জ ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গভীর দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে এক সময় সে বলিয়া উঠিল—"এ অত্যন্ত নীচ কাজ। তাদের যে যা বলে বলুক, এ খুবই নীচ কাজ। আজ আমি যদি বড় হতাম, তাহলে তারা একাজ কর্তে পারত না—কিছুতেই না।"

টম বলিল—"মাষ্টার জর্জ, তুমি এসে ভালই করেছ। যাবার বেলায় তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, এ দুঃখ আমায় বড় পীড়া দিচ্ছিল।"

এই সময় টম পা দুইখানি একটু নাড়িতেই জর্জের দৃষ্টি পড়িল তাহাদের উপর।

সে হাত তুলিয়া বলিল—"এ কি! ঐ বুড়োটাকে আমি মারব—নিশ্চয় মারব।"

—"না মাষ্টার জর্জ। শান্ত হও—আস্তে কথা বল। তুমি ও লোকটা চটিয়ে দিলে আমার উপকার করা হবে না।"

—"বেশ। আমি শান্ত হচ্ছি কিন্তু আমি একটা ডলার এনেছি।"

—"কিন্তু আমি ত ওটা নিতে পারি না।"

—"তোমাকে নিতেই হবে। আন্‌ট ক্লোকে আমি একথা বলেছি। সে বলেছে এটার মধ্যে ছেঁদা করে শক্ত সূতো দিয়ে তোমার গলায় বেঁধে দিতে—কেউ দেখতে পাবে না। দেখতে পেলে ঐ শয়তানটা কেড়ে নেবে। ইচ্ছে হচ্ছে ওটাকে গুলি করে এখনই মেরে ফেলি।"

—"তাতে আমার কোন লাভ হবে না।"

জর্জ ডলারটি টমের গলায় বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"এইবার জামার বোতাম দাও। এটা সাবধানে গলায় রেখ। যখনই এটাকে দেখবে, তখনই মনে কর, আমি তোমাকে একদিন আমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। একথা আন্‌ট ক্লোকে বলেছি; বলেছি তোমার ভয় নেই। যতদিন বাবা তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে না যান, ততদিন তাঁকে অস্থির করব।"

—"তোমার বাবার বিষয় এ সব কথা বলো না। তুমি ভাল ছেলে হবে। মায়ের কথা শুনবে, দুরন্তপনা করো না। মাষ্টার জর্জ! ভগবান আর সব জিনিষই দুবার দেন। কিন্তু মা দেন একবার। তুমি যদি শত বৎসর জীবিত থাক, তাহলে তোমার মায়ের মত ভাল মানুষ আর একটিও দেখতে পাবে না। তুমি তাঁর সান্ত্বনা ও আশা-ভরসা-স্থল হও, ভগবানের কাছে, আমার এই প্রার্থনা।"

এই সময় হ্যালে হাতকড়া লইয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল।

জর্জ উচ্চাঙ্গের ভাব দেখাইয়া বলিল—"শুনছেন মশায়! আপনার এই ব্যবহারের কথা আমি বাবা-মাকে বলে দেব।"

—"স্বচ্ছন্দে।"

—"সারা জীবন এই দাস-ব্যবসায় করতে আপনার লজ্জা হয় না? কি ঘৃণ্য কাজ!"

—"তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা যখন দাস-দাসী কেনে আর বেচে তখন আমিই বা খারাপ হতে যাব কেন? বেচলে দোষ নেই, কিনলেই যত দোষ?"

—"আমি জীবনে কখন একাজ করব না। আমি একজন কেনটাকিবাসী বলে লজ্জা বোধ করছি। বিদায়, টমকাকা।"

—"বিদায় মাষ্টার জরজ। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এই দেশে যদি তোমার মত আরও অনেকগুলি ছেলে থাকৃত।"

জর্জ ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। টমের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে তাহার সরল ও সুকুমার মূর্ত্তিখানি অদৃশ্য হইয়া গেল। জর্জ চলিয়া গেল। তাহার ঘোড়ার পায়ের শব্দ যতক্ষণ শুনা গেল, টম ততক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিল—সে শব্দ যে তাহারই গৃহের শেষ চিহ্ন, তাহারই গৃহের শেষ দৃশ্য। শব্দটি মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের উপর একটি স্থান উষ্ণ হইয়া রহিল, যেখানে দুইখানি শিশুহাত ডলারটিকে বাঁধিয়া দিয়াছে। টম হাত দিয়া সেই স্থানটি হৃদয়ের উপর চাপিয়া ধরিল।